بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

মসীহ মওউদ সংখ্যা

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

সংখ্যা
10-11

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা
৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla

খণ্ড-৭
সম্পাদক:
তাহের আহমদ
মুনির

Postal Reg. No. GDP/ 43 /2020 -2022

10-17 মার্চ, 2022

6-13- শাবান, 1443, হিজরী কামরী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম-

“আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।”

(তাযকেরা, পৃ: ২৬০, প্রকাশকাল: ২০০৬, কাদিয়ান)

‘আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা বলে, ‘আমরা জামাতের নাম পৃথিবী থেকে মুছে ফেলব।’ কে আছে এমন যে খোদার প্রেমী ও বিশ্বস্তদের ধ্বংস করে দিতে পারে? ....বিরুদ্ধবাদীরা যতই শক্তি প্রয়োগ করুক, খোদা তা’লা এই জামাতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বীয় দ্বীনকে পৃথিবীতে বিস্তার দান করার উদ্দেশ্যে। এই কারণে প্রতিটি বিপদের সময় আল্লাহ্ তা’লাই একে রক্ষা করেন এবং সাহায্য করেন। এবং বংশ পরম্পরায় মানুষের অন্তরে জামাতের প্রতি ভালবাসা ও এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার ব্যকুলতা সৃষ্টি করে চলেন।”

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৮ই জানুয়ারী, ২০২১)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ১৫ই জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে এম.টি.এ ঘানার নতুন চ্যানেলের উদ্বোধন করছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২১শে এপ্রিল, ২০২১ তারিখে চীনি ভাষায় জামাতে আহমদীয়ার ওয়েব সাইট লঞ্চ করছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ৯ই এপ্রিল, ২০২১ তারিখে কুরআন ওয়েব সাইট লঞ্চ করছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২ জুলাই, ২০২১ তারিখে Ahmadipedia ওয়েবসাইটের সূচনা করছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২৭ শে জুন, ২০২১ তারিখে এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল -এর অনলাইন কনফারেন্সে ভাষণ দান করছেন।

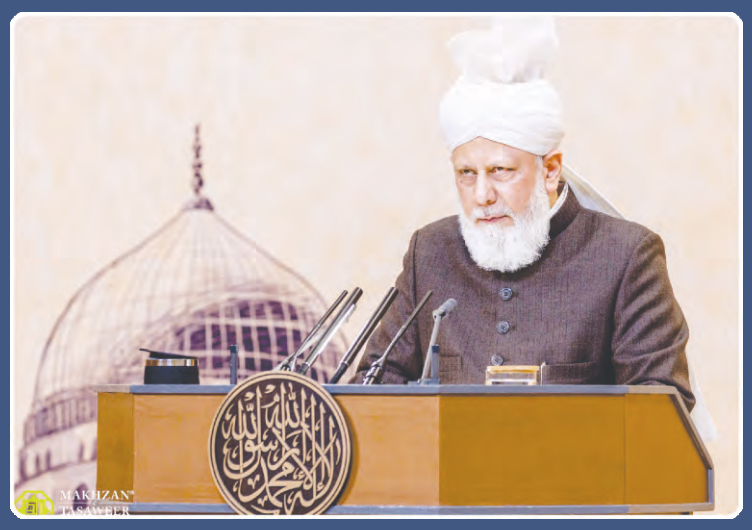

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) জলসা সালানা কাদিয়ান,২০২১ উপলক্ষ্যে লন্ডন থেকে সমাপনী ভাষণ দান করছেন।

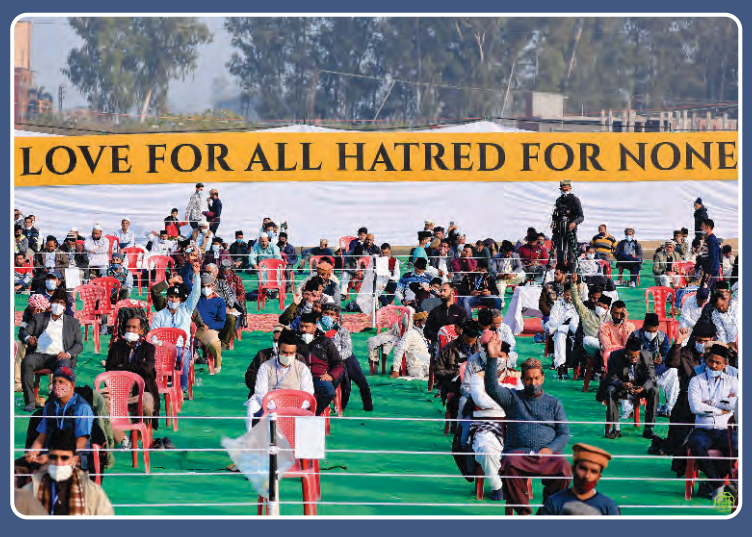

জলসা সালানা কাদিয়ান, ২০২১-এর কয়েকটি নয়নভিরাম দৃশ্য।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ও সূচিপত্র	১
দরসুল কুরআন ও দরসুল হাদীস	২
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী	৩
কবুলিয়তে দোয়ার আলোকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ।	৪
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে জামাতের অগ্রগতি।	৯
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কুরআনের প্রতি ভালবাসা।	১৫

সম্পাদকীয়

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

إِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ۞ شَرُّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

'সিররুল খিলাফা' পুস্তকের ভুল বের করতে পারলে প্রতিটি ভুলের জন্য একটাকা করে পুরস্কারের ঘোষণা

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর প্রতিস্পর্ধাপূর্ণ পুরস্কার সম্বলিত এই চ্যালেঞ্জটি তাঁর অনন্য রচনা 'নুযুলুল মসীহ', রূহানী খাযায়েনের ১৮তম খণ্ড থেকে উপস্থাপন করছি। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে মাত্র সত্তর দিনের মধ্যে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এজাজুল মসীহ নামে বাগ্মী ও সাবলীল আরবীতে সূরা ফাতিহার তফসীর প্রকাশ করেন। কিন্তু পীর মেহের আলি শাহ গোল্ডবি কোন তফসীর প্রকাশ করতে পারে নি। তবে দেড় বছর পর তিনি 'সাইফে চিশতাই' নামে একটি পুস্তক হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে পাঠিয়েছিলেন, যেটি উর্দুতে ছিল। আর তাতে তফসীরের কোনও চিহ্নও ছিল না, ছিল কেবল অনর্থক আপত্তিসমূহ।

তফসীরের ভুল দেখাতে পারলে ভুল পিছু পাঁচ টাকা করে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমি একাধিক বার এই ইশতেহারও দিয়েছি যে, তুমি আমার মোকাবেলায় কোন আরবি পুস্তিকা রচনা কর। অতঃপর আরবীতে পারদর্শী কোন বিদ্বানকে এর বিচারক নির্ধারণ করা হবে। তাতে তোমার পুস্তিকার ভাষা যদি বাগ্মী ও সাবলীল হিসেবে প্রমাণিত হয়, তবে আমার সকল দাবি মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে। আমি এখনও স্বীকার করছি যে, তফসীর লেখার প্রতিযোগিতার পর যদি তোমার তফসীর ভাষাগত ও অর্থগত দিক থেকে উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হয়, আর তখন তুমি যদি আমার তফসীরের ভুল বের করতে পার, তবে আমি প্রতি ভুল পিছু পাঁচ টাকা করে পুরস্কার দিব। নিরর্থক সমালোচনার পূর্বে আরবী তফসীর দ্বারা নিজের আরবীর পারদর্শিতা প্রমাণ করা জরুরী। কেননা, যে কাজে কোন ব্যক্তির দক্ষতা নেই, সে কাজের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হয় না। একজন রাজমিস্ত্রী আরেক রাজমিস্ত্রীর সমালোচনা করতে পারে আর একজন কামার আরেক জন কামারের। কিন্তু একজন ঝাড়ুদারের একজন অভিজ্ঞ রাজমিস্ত্রীর সমালোচনা করার অধিকার বর্তায় না। "

(নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪৪০)

যে- এক লাইন আরবীও লিখতে জানে না, তার কি আরবীর ভুল ধরার অধিকার আছে?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আপনি নিজের ক্ষমতায় এক লাইন আরবিও লিখতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ, সাইফে চিশতাই পুস্তকের লেখনীও চুরি করা যাকে আপনি নিজের বলে চালিয়েছেন। এমন (অ)যোগ্যতার গ্লানিও কি আপনাকে স্পর্শ করে না? হে সজ্জন! প্রথমে নিজের আরবী জ্ঞানের প্রমাণ তো দিন। তার পর না হয় আমার পুস্তকের ভুল বের করবেন। এবং তার দরুন ভুল পিছু পাঁচ টাকা করে পুরস্কার জিতুন এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরবি পুস্তক রচনা করে আমার এই লেখনীর নিদর্শনকে মিথ্যা হিসেবে প্রমাণ করে দেখান। পরিতাপ! দশ বছর সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, কেউই সততার সঙ্গে আমার মোকাবেলা করল না। কেউ করলেও তা এই ধরণের ছিল- 'তোমার অমুক শব্দে অমুক ত্রুটি ছিল এবং অমুক বাক্যটি অমুক পুস্তক থেকে চুরি করা বলে মনে হচ্ছে।' কিন্তু স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বিদ্বান হিসেবে প্রমাণিত না হয়, কিভাবে তার সমালোচনা সঠিক বলে গণ্য করা যেতে পারে? তার নিজের ভুল করার সম্ভাবনা নেই কি? আর যে ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলভাবে লেখার শক্তি রাখে না, সে কেন একথা বলে যে পুস্তকের কিছু বাক্য চুরি করা? যদি চুরি দ্বারা এই কাজ সম্ভব হয় তবে তারা নিজেরাই কেন প্রতিযোগিতায় দাঁড়ায় না, শিয়ালের ন্যায় পালিয়ে বেড়ায়? হে নির্বোধ! প্রথমত, বাগ্মী আরবীতে কোন তফসীর লিখে আরবিতে নিজের পাণ্ডিত্যের প্রমাণ দিন। এরপর আপনার সমালোচনাকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। অন্যথায় আরবীতে পাণ্ডিত্যের প্রমাণ না দিয়ে আমার সমালোচনা করা, কখনও চুরির অপবাদ দেওয়া আবার কখনও ব্যকরণের ভুল বের করা আবর্জনা ভক্ষনের নামান্তর। হে অজ্ঞ, নির্লজ্জ! প্রথমত বাগ্মী ও সাবলীল আরবীতে কোন একটি সূরার তফসীর প্রকাশ কর। এরপর আপনার সর্বসমক্ষে আমার পুস্তকের ভুল বের করার কিম্বা লেখনি চুরির অপবাদ দেওয়ার অধিকার বর্তাবে। যে ব্যক্তি বাগ্মী আরবীতে হাজার হাজার খণ্ড রচনা করেছে, অনর্থক নয় , বরং প্রকৃত ঐশী জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শিতার বর্ণনাও করেছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করেই কি তার উত্তর দেওয়া যেতে পারে? নাকি যতক্ষণ কাজের বিপরীতে কাজ না দেখানো হয়? কেবল মৌখিক আস্ফালন কুতর্ক হতে পারে। আর শুধে মুখে বলে দিলেন যে এই পুস্তকটি ভুল বা অমুক পুস্তক থেকে কিছু কিছু বাক্য চুরি করা, এর দ্বারা আপনার কিসের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়? আর যদি শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত না হয়, তবে সমালোচনাকে কিভাবে সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায়? বরং যে ব্যক্তি এমন যোগ্য এবং সর্বগুণান্বিত মানুষদের উপর আপত্তি করে, এই কারণে যে তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের কিছু নমুনা প্রদর্শন করে থাকেন, তার থেকে উন্মাদ আর কেউ নয়।

(নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪৪১)

মসীহ মওউদ (আ.)-কে গভীর সমুদ্রের ন্যায় বাগ্মী ভাষার নিদর্শন প্রদান করা হয়েছে। সে মানুষ নয়, অভিশপ্ত কীট, যে নিজে অযোগ্য হয়ে এমন ব্যক্তির সমালোচনা করে।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: মানুষ যদি এমন লেখনী সম্রাট হয়ে ওঠে যখন সে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের বিষয়কে নানান প্রকারের লেখনী ও বাগ্মী অলংকারের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। যখন খোদা-প্রদত্ত শক্তি দ্বারা সে পদ্য ও গদ্য রচনায় নৈপুণ্য অর্জন করে ফেলে, পদ্য ও গদ্যের জগতে যার অবাধ বিচরণ থাকে আর

এরপর ১৩ পাতায়.....

দরসুল কুরআন

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○ (سورة جمعہ:۲ تا ۵)

অনুবাদ: আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্‌র তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে, যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী,পরম প্রজ্ঞাময়। তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে এক রসূল আবির্ভূত করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্য লোকের মধ্যেও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

ইহা আল্লাহ্‌র ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন, এবং আল্লাহ্ পরম ফযলের অকিকারী। (সূরা জুমআ, আয়াত: ২-৫)

সূরা জুমআর এই আয়াতগুলিতে আঁ হযরত (সা.)-এর দুটি আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর প্রথম আবির্ভাব নিরক্ষর আরব জাতির মাঝে আর দ্বিতীয় আবির্ভাব وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ অনুসারে 'আখেরীন'-দের মাঝে নির্ধারিত ছিল। এই আয়াতগুলি যখন অবতীর্ণ হল, তখন সাহাবারা আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে জানতে চান যে আখেরীন বা পশ্চাদবর্তী কারা যাদের মধ্যে হুযুর (সা.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাব হবে? এর উত্তরে আঁ হযরত (সা.) সেই মজলিসেই উপস্থিত হযরত সালমান ফার্সি (রা.)-এর কাঁধে হাত রেখে বললেন-

لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَالَهٗ رَجُلٌ اَوْ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَآءِ

অর্থাৎ ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে চলে যায়, তবে পারস্য বংশোদ্ভূত এক বা একাধিক ব্যক্তি সেই ঈমানকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

শেষ যুগে যে পারস্য বংশোদ্ভূত ব্যক্তির আবির্ভাবকে এই আয়াতগুলিতে আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিশ্রুত ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর ছায়া হবেন।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ (سورة نور:56)

তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারাই হইবে দুষ্কৃতকারী।

(সূরা নূর, আয়াত: ৫৬)

এই আয়াত সম্পর্কে হযরত আলি বিন হুসায়েন বলেন- نَزَلَتْ فِي الْمَهْدِيِّ অর্থাৎ এই আয়াতটি ইমাম মাহদী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অনুরূপভাবে আবু আব্দুল্লাহ্-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে এই আয়াত দ্বারা মাহদী এবং তাঁর জামাতকে বোঝানো হয়েছে।

(বাহারুল আনোয়ার, খণ্ড-১৩, পৃ: ১৩)

*****❖*****❖*****❖*****

দরসুল হাদীস

يُوْشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ اَنْ يَّلْقٰى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ اِمَامًا مَهْدِيًّا حَكَمًا عَدْلًا يَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ ۔ (مسند احمد جلد ۲، صفحہ ۱۵۶)

তোমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে (ইনশাআল্লাহ তা'লা) ঈসা ইবনে মরিয়ম-এর যুগ পাবে, তিনিই ইমাম মাহদী এবং ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী হবেন। যিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন এবং শূকর বধ করবেন।

(মুসনাদ আহমদ ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَاَمَّكُمْ مِنْكُمْ

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, তোমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় থাকবে যখন তোমাদের মাঝে মরিয়ম পুত্র (অর্থাৎ ঈসার প্রতিরূপ) -এর আবির্ভাব ঘটবে, যিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদেরই ইমাম হবেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে হওয়ার কারণে তিনি তোমাদের ইমামতির দায়িত্ব পালন করবেন।

নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুসংবাদ।

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَا شَآءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ مَا شَآءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا عَاضًّا فَتَكُوْنُ مَا شَآءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَيَكُوْنُ مَا شَآءَ اللّٰهُ اَنْ يَّكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ۔ (مشکوۃ، باب الانذار والتحذیر)

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন অতঃপর, আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর, আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে, এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। তখন নবুওয়াতের পদ্ধতিতে (অর্থাৎ মাহদী মাহুদ ও মসীহ মওউদ আলায়হেস সালাম-এর আগমণের পর) পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর, হযরত আকদস (সা.) নীরব হয়ে গেলেন।

(মিশকাত, বাবুল ইনযার ওয়াত তাহযীর)

اَلَا اِنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ نَبِيٌّ وَلَا رَسُوْلٌ، اَلَا اِنَّهٗ خَلِيْفَتِيْ فِيْ اُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ، اَلَا اِنَّهٗ يَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَتَضَعُ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا اَلَا مَنْ اَدْرَكَهٗ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ (طبرانی الاوسط والصغیر)

সাবধান! ঈসা ইবনে মরিয়ম (প্রতিশ্রুত মসীহ) এবং আমার মাঝে কোন নবী বা রসূল আসবে না। ভাল করে শুনে নাও, তিনি আমার পর উম্মতে আমার খলীফা হবেন। নিশ্চয় তিনি দাজ্জাল বধ করবেন। ক্রুশ (অর্থাৎ ক্রুশীয় মতবাদ) চূর্ণবিচূর্ণ করবেন এবং জিজিয়া উচ্ছেদ করবেন। (অর্থাৎ এর প্রচলন উঠে যাবে কেননা) সেই সময় (ধর্মীয়) যুদ্ধের অবসান ঘটবে। স্মরণ রেখো! তোমাদের মধ্যে যে-ই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করবে যে যেন তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দেয়।

(তাবরানী আল আওসাত ওয়াস সাগীর)

*****❖*****❖*****❖*****

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম- এর বাণী

আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁহাকে দর্শন বরিয়াছি এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষিত হয়, তবুও ইহা ক্রয় করা উচিত। হে (খোদালাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, ইহা তোমাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস যাহা তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়া বাজারে বন্দরে ঘোষণা করিব যে, 'ইনি তোমাদের খোদা' এবং কোন্ ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করিব যাহাতে শুনিবার জন্য তাহাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?

তোমরা যদি খোদার হইয়া যাও তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে, খোদা তোমাদেরই। .....খোদা এক প্রিয় সম্পদ তোমরা তাঁহার কদর কর। প্রত্যেক পদে তিনি তোমাদের সহায়ক। তিনি ব্যতিরেকে তোমরা কিছুই নহ এবং তোমাদের পার্থিব উপকরণ ও তদবীর কিছুই নহে। "

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৩০)

আমি সর্বদা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, এই যে আরবী নবী যাঁর নাম মহম্মদ (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরূদ ও সালাম) তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পরিতাপ! তাঁর মর্যদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই 'তওহীদ' যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এইজন্য খোদা, যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী এবং সমস্ত ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আওয়ালীন ও আখেরীনদের উপরে উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর অভিপ্সীত সকল প্রত্যাশাই পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক কৃপা ও কল্যাণের ঝরণার উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কৃপা ও কল্যাণ বা ফয়েজ সমূহ স্বীকার না করেই কোনও প্রকারে কোনও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে সে মানুষ নয়, সে শয়তানে বংশধর। কেননা, প্রতিটি শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। এবং প্রত্যেক মারেফাতের (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) ভাণ্ডার তাঁকেই দান করা হয়েছে। যে তাঁর মাধ্যমে না পায়, সে চির বঞ্চিত। আমি কি বস্তু, আমার আছেই বা কি! আমি নেয়ামত বা উত্তম পুরস্কারের অস্বীকারকারী হব, যদি না আমি একথা স্বীকার করি যে, প্রকৃত তওহীদ আমি ঐ নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। জীবিত খোদার পরিচয় আমি পেয়েছি ঐ পূর্ণ নবীর মাধ্যমেই, তাঁরই আলোকের মধ্য দিয়ে। খোদার সাথে কথা বলার এবং সম্বোধিত হওয়ার, যার মাধ্যমে আমরা খোদার চেহারা দেখে থাকি- তার সৌভাগ্য লাভ করেছি এই মহান নবীরই মাধ্যমে। ঐ হেদায়তের সূর্যের রশ্মিমালা আমার উপরে প্রখর রৌদ্রের ন্যায় পতিত হয় এবং তার মধ্যে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ততক্ষণ আমি আলোকিত হতে থাকি। "

(হাকীকাতুল ওহী, পৃ: ১১৫-১১৬)

'হে পৃথিবীর সকল অধিবাসীবৃন্দ! হে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল মানবাত্মাবৃন্দ! আমি সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে তোমাদের সামনে এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, এখন পৃথিবীর বুকে একমত্র সত্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, এবং সত্য খোদাও সেই খোদা যার বর্ণনা দিয়েছে কুরআন, এবং চিরন্তন আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী এবং গৌরব ও পবিত্রতার সিংহাসনে সমাসীন নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাঁর আধ্যাত্মিক জীবন ও পবিত্র গৌরবের এই প্রমাণ আমি পেয়েছি যে, তাঁর আনুগত্য ও ভালবাসায় আমরা রুহুল কুদ্দুসকে (পবিত্র আত্মা বা জিব্রাইলকে) পেয়ে থাকি এবং খোদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি এবং ঐশী নিদর্শন দেখার সৌভাগ্য লাভ করি।'

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ:১৪১)

'আমাদের জীবিত ও চিরঞ্জীব খোদা আমার সঙ্গে মানুষের ন্যায় কথা বলেন। আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করে দোয়া করি আর তিনি শক্তিতে পরিপূর্ণ বাক্যে তার উত্তর দেন। এই ধারা এক হাজার বার অব্যাহত থাকলেও তিনি উত্তর দেওয়া থেকে বিরত হন না। তিনি তাঁর বাণীতে অদৃশ্যের বিস্ময়কর সব কথা আমার নিকট প্রকাশ করে থাকেন আর অলৌকিক শক্তির দৃশ্য প্রদর্শন করে থাকেন। এমনকি তিনি এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করেন যে তিনি সেই সত্তা যাকে খোদা বলা উচিত। তিনি দোয়া কবুল করেন এবং এর সংবাদ জানিয়ে দেন। তিনি জটিল থেকে জটিল সমস্যার সমাধান করে থাকেন। মৃতসদৃশ ব্যধিগ্রস্তদের তিনি অত্যধিক দোয়ার মাধ্যমে জীবিত করে তোলেন। আর এই সব পরিকল্পনার কথা তিনি পূর্বাহ্নেই তাঁর বাণী দ্বারা আমাকে জানিয়ে দেন। আমাদের খোদাই প্রকৃত খোদা,যিনি ভবিষ্যত সংক্রান্ত ঘটনাবলী স্বীয় বাণী দ্বারা আমার নিকট প্রমাণ করেন করে তিনিই যমীন ও আসমানের খোদা। তিনিই আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন,'আমি তোমাকে প্লেগের মৃত্যু থেকে রক্ষা করব। এই আমি ছাড়া কে আছে যে এমন ইলহাম প্রকাশিত করেছে এবং নিজের ও স্ত্রী-সন্তানের এবং এই চার দেওয়ালের ভিতরে বসবাসকারী অন্যান্য সৎ প্রকৃতির মানুষদের জন্য খোদার দায়িত্ব প্রকাশ করেছেন?

(নাসীমে দাওয়াত, পৃ: ৮২, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

(নাসীমে দাওয়াত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৪৪৮)

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট্ট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সব গ্রন্থই ইহার প্রতিচ্ছবি ছিল।

সুতরাং তোমরা কুরআন শরীপকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে সহিত গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই। কেননা, যেমন খোদাতালা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِي الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ 'সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফে নিহিত আছে", এ কথাই সত্য। আফসোস সেই লোকদের জন্য, যাহারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়। কুরআন শরীফ তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস। তোমাদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যাহা কুরআন শরীফে পাওয়া যায় না। 'কেয়ামতের' দিবসে কুরআন শরীফই তোমাদের 'ঈমানের' সত্যাসত্যের মানদন্ড হইবে। কুরআন শরীফ ব্যতীত আকাশের নীচে অন্য কোন গ্রন্থ নাই যাহা কুরআন শরীফের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া তোমাদিগকে 'হেদায়াত' দান করিতে পারে। খোদাতালা তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেকে দান করিয়াছেন। তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। এই যে হেদায়াত ও নেয়ামত তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে, তাহা যদি ইহুদীদিগকে তওরাতের বদলে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের কোন কোন ফেরকা কেয়ামতের অস্বীকারকারী হইত না। সুতরাং তোমরা এই নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা অতি প্রিয় নেয়ামত। ইহা এক মহা সম্পদ। যদি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত তাহা হইলে দুনিয়া এক অপবিত্র মাংসপিন্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। কুরআন শরীফ এমন একখানা গ্রন্থ, যাহার তুলনায় অন্য সকল হেদায়াতই তুচ্ছ "

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২৫-২৬)

****

কবুলিয়তে দোয়ার আলোকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব

জলসা সালানা কাদিয়ান, ২০২১-এর বক্তব্য

-করীমুদ্দীন শাহিদ সাহেব, সদর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), 'আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাহাতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭)

আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল 'আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব- দোয়ার গ্রহণীয়তার আলোকে।' সূরা বাকারার যে আয়াতের তিলাওয়াত আমি করেছি তার অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে সম্বোধন করে বলছেন- হে মহম্মদ! যখন আমার বান্দারা আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে বলে যে খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ কি,তখন তুমি তাদের বলে দাও, আমি তাদের খুব নিকটে। এর প্রমাণ হল যখন তারা আমাকে ডাকে আমি তাদের ডাকে সাড়া দিই। যা আমার অস্তিত্বের প্রমাণ। আমার অস্তিত্ব কোন কল্পনা বা ভ্রান্তি নয়, বরং এটি এক জীবন্ত সত্য।আমিই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং অধিপতি যে এই সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থাপনাকে পরিচালনা করছে। এককথায় খোদা তা'লা এই আয়াতে একথা প্রকাশ করেছেন যে, সেই খোদা কেবল নামেই সম্রাট নন, আর তিনি নিজের সৃষ্ট নিয়ম কানুনের দাসও নন যার মধ্যে কখনও কোনও প্রকার পরিবর্তন করতে পারবেন না। নিঃসন্দেহে তিনি স্বীয় রীতি ও প্রতিশ্রুতি বিরুদ্ধ কোন কাজ করেন না, কিন্তু তিনি একজন জীবিত ও ক্ষমতাবান খোদা যিনি স্বীয় বান্দার দোয়া শোনেন এবং সেগুলিকে অবশ্যই ফলপ্রসূ করেন।

ইসলাম দোয়ার বিষয়টিকে বিশদে ব্যাখ্যা করে এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। শুধু তাই নয়,বরং মানুষকে দোয়ার ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে এবং দোয়ায় অভ্যস্ত করতে তার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের জন্য কোনও না কোনও দোয়া নির্ধারণ করেছে যাতে তার কোন মুহূর্ত খোদার স্মরণ থেকে শূন্য না থাকে এবং এই অভ্যাস সব সময় তাকে একথা স্মরণ করাতে থাকে যে আমাদের একজন জীবিত ও সর্বশক্তিমান খোদা আছেন যিনি আমারে দোয়াসমূহ শোনেন এবং এর ইতিবাচক ও পুণ্যময় প্রভাব প্রকাশ করতে থাকেন।

বর্তমান যুগের ইমাম সৈয়্যদানা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ ও মাহদীয়ে মাহুদ (আ.) বলেন:

"নির্বোধ ব্যক্তি মনে করে যে, দোয়া এক অনর্থক ও বাজে কাজ। কিন্তু সে একথা জানে না যে, একমাত্র দোয়ার মাধ্যমেই মহাসম্মানীত খোদা তা'লা তাঁর অন্বেষণকারীর উপর স্বীয় জ্যোতির্বিকাশ ঘটান। এবং তাদের হৃদয়ে 'আনাল কাদির' (আমি সর্বশক্তিমান) ইলহাম অবতীর্ণ করেন। ঈমানের জন্য ব্যগ্র প্রত্যেক ব্যক্তির স্মরণ রাখা দরকার যে, ইহজগতে আধ্যাত্মিক জ্যোতি অন্বেষণের জন্য দোয়াই হল একমাত্র মাধ্যম যা খোদা তা'লার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস এনে দেয় এবং সকল সন্দেহ ও সংশয় দূর করে দেয়।"

(আইয়মুস সুলাহ, খণ্ড-১৪, পৃ: ২৩৯)

তিনি (আ.) বলেন: 'পরীক্ষার সময়ই দোয়ার বিস্ময়কর প্রভাব প্রকাশ পায়। বস্তুত, দোয়ার মাধ্যমেই আমাদের খোদাকে চেনা যায়।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড,পৃ: ১৪৭)

অনুরূপভাবে তিনি বলেন, "কুরআন মজীদের এক স্থানে খোদা তা'লা তাঁকে সনাক্তকরণের এই বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন যে, তোমাদের খোদা সেই সত্তা যিনি ব্যকুল হৃদয়ের দোয়া শোনেন। যেমনটি তিনি বলেন, اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ । আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা দোয়ার গ্রহণীয়তাকে নিজের সনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাই কোন বিবেকবান ও সুশীল ব্যক্তি কিভাবে একথা কল্পনা করতে পারে যে, দোয়া করলে গ্রহণীয়তার কোন স্পষ্ট ফলাফল প্রকাশ পায় না আর এটি একটি আনুষ্ঠানিকতা যার মধ্যে এতটুকুও আধ্যাত্মিকতা নেই? আমার মতে কোনও সত্যিকার ঈমানদার কখনই এমন অশিষ্টতা দেখাতে পারে না। যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যেভাবে আকাশ ও পৃথিবীর প্রকৃতির বিষয়ে গহন অধ্যায়ন করলে সত্য খোদাকে চেনা যায়, অনুরূপভাবে দোয়ার গ্রহণীয়তা দেখে খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস তৈরী হয়।"

(আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ২৫৯)

সুধী শ্রোর্তৃবর্গ! পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস ও ধর্ম-বিধান অধ্যায়ন করলে আমাদের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রত্যেক নবী দোয়ার গ্রহণীয়তার মাধ্যমে জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। কুরআন মজীদ একাধিক নবী ও তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের উল্লেখ করে দোয়া গ্রহণ হওয়ার বহু ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর দোয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে তাঁর সম্পকের প্রভাবেই সে যুগের দাম্ভিক ও উদ্ধত নেতা ইবলিস এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের দুর্গতি হয়েছিল আর তারা খোদা তা'লার অনুগ্রহ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিতাড়িত হয়েছিল। হযরত নুহ (আ.) এর জাতি যখন তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করে প্রত্যাখ্যান করল, তাঁকে যাতনা দিল এবং বিদ্রুপ করল। তখন তিনি দোয়া করেলন, رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا' (নুহ: ২৭) হে খোদা! এমন অকৃতজ্ঞ, হতভাগা, দুরাচারী ও দাম্ভিকদেরকে তুমি পৃথিবী থেকে মুছে দাও। এর পরিণামে এমন ভয়ানক বন্যা এল যে একের পর এক জনপদ ধ্বংস হয়ে গেল, কেবল তারাই জীবিত রক্ষা পেল যারা নূহের নৌকায় আরোহিত ছিল। হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর দোয়ার পরিণামে নমরুদের তৈরী চিতাগ্নি পুষ্পশয্যায় পরিণত হয়েছিল আর তাঁর দোয়ার চমৎকারেই তাঁর সন্তানদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় আল্লাহ্ তা'লা অগণিত নবী ও রসুল আবির্ভূত করেছেন। হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মহম্মদ (সা.) যাদের মধ্যে অন্যতম। হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার কল্যাণেই এমন অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল যে হাতের সামান্য এক লাঠি জাদুকরদের জাদুর মোকাবেলায় অজগরে পরিণত হয়েছিল যা জাদুকরদের ঈমান আনার কারণ হয়েছিল। আর ফেরাউনের ন্যায় অত্যাচারী বাদশাহ যখন সৈন্য-সামন্তসহ বনী ইসরাইলদের পশ্চাদধাবন করেছিল, তখন হযরত মূসা (আ.) -এর জাতি ভয়ে আঁতকে উঠে বলেছিল, 'ইন্না লামুদরেকুন'। হে মূসা! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়া গ্রহণ করেন এবং তাঁর জাতিকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে,

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid Sb. [Basantapur, 24 PGS (s)]

كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ । না, না, কখনই এমনটি হবে না। আমার প্রভু নিশ্চয় আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে সফলতার পথ দেখাবেন। পরিণাম কি হয়েছিল? ফেরাউন ও তার সৈন্যদলের সলিল সমাধি হয়েছিল আর মূসা (আ.)-এর জাতি নিরাপদে কেনান দেশে পৌঁছে গিয়েছিল। হযরত ঈসা (আ.)-কে ইহুদীরা মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল, যাতে তিনি অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হন। কিন্তু হযরত মসীহ গাতামসেমনে বাগানে সারা রাত কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন যে, হে খোদা সম্ভব হলে এই কষ্ট আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও। আর তাঁকে যখন ক্রুশে ঝোলানো হল, তখন তিনি দোয়া করলেন- 'এলি এলি লেমা সাবাকতানী'। হে আমার খোদা! আমাকে কেন ত্যাগ করলে?' এটি সেই দোয়ার গ্রহণীয়তার পরিণাম ছিল, যার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ক্রুশের অভিশপ্ত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন, শুধু তাই নয়, বরং তাঁকে ক্রুশ থেকে জীবিত নামানো হয়েছে। অতঃপর ক্ষতস্থানগুলির চিকিৎসা হওয়ার পর তিনি যেরুযালেম থেকে হিজরত করে কাশ্মীর পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ পথ যাত্রা করেছেন।

সুধী শ্রোর্তৃবর্গ! দোয়ার প্রভাবেই এই ভারতের বুকে হযরত রামচন্দ্র জি মহারাজ দেশত্যাগ করে বনবাসে অসহায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও রাবণের ন্যায় অত্যাচারী ও পরাক্রমশালী রাজাকে পরাজিত করে লঙ্কা জয় করতে পেরেছিলেন। হযরত কৃষ্ণ মহারাজের দোয়ার পরিণামেই কংসের ন্যায় পাপিষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশালী রাজা তাঁর বিরুদ্ধে পর্যদুস্ত হয়েছিল। আর কৌরবদের সংখ্যার জোর থাকা সত্ত্বেও হযরত কৃষ্ণ জি-র দোয়া এবং উপদেশের কল্যাণে পাণ্ডবরা জয়ী হয়েছিল, শুধু তাই নয়, বরং গীতার ন্যায় পবিত্র উপদেশবাণী পৃথিবীবাসী লাভ করেছিল। সর্বোপরি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা.) দোয়ার মূর্তিমান প্রতীক ছিলেন। তাঁর দোয়ার কল্যাণেরই আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে সেই বিপ্লব আনয়ন করেন যে, ঘোর বিরোধিতা এবং তাঁকে ও তাঁর অনুসারী তথা ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলাম সমগ্র আরব ভূ-খণ্ডে বিস্তার লাভ করেছিল। এমনকি ক্রমেই তা সমগ্র বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করে ফেলেছিল। এই মহান বিপ্লব সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"আরবের মরু প্রান্তরে কী ঘটেছিল? ঘটেছিল এক আশ্চর্য বিপ্লব! ঘটেছিল আশ্চর্যকে ছাড়িয়ে এক অত্যাশ্চর্য বিপ্লব। সংখ্যায় লক্ষাধিক হবে একটি জাতি, যারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ছিল, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে মহা বলিয়ান হয়ে উঠল। যারা বংশ পরম্পরায় দুর্নীতিপরায়ণ ও কলুষিত হৃদয় ছিল, তারা পবিত্র চরিত্রে অধিকারী হয়ে গেল। অন্ধ দেখতে শুরু করল। যারা বোবা ছিল, তারা পৃথিবীর বুকে ঐশী সত্যকে প্রচার করতে আরম্ভ করল। অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হল। এটা কিভাবে সম্ভব হল, জানেন কি? কেবল দোয়ার বলে। হ্যাঁ, কেবল দোয়ার বলে। এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র খাতিরে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দিয়েছিলেন, তাঁরই দোয়ার বলে। দোয়া তো তিনি অহর্নিশিই করতেন। কিন্তু তিনি নিভৃত নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে প্রাণপাত করে যে দোয়া করতেন, বিশেষভাবে সেই দোয়ার ফলেই ঘটে গিয়েছিল এই অলৌকিক মহা-বিপ্লব। এমন মহা পরিবর্তন এল, যা এই নিঃসঙ্গ ও নিরক্ষর ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে ধারণাই করা যায় না। যে কেউ এই পরিবর্তন সাধনকে অসম্ভব মনে করতে বাধ্য। তবুও তা ঘটল।হে আল্লাহ! তাঁর আত্মাকে আশীর্বাদ কর। তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষণ কর। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে, আগুন বা পানির থেকেও দোয়া অধিকতর দ্রুততা ও শক্তির সহিত কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতি যত উপায়-উপকরণ জুগিয়েছে, তার মধ্যে সব চাইতে অধিক শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ হল দোয়া। দোয়ার মত কার্যকরী অন্য কিছু নাই।

(বারকাতুদ দোয়া, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১০)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য নবী ও রসুলদের দোয়াসমূহ ব্যপক হারে গ্রহণ করে থাকেন আর এই বিষয়টি এতটাই গভীর ও ব্যপক যে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে সেই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা গোস্পদে সিন্ধু দর্শনের নামান্তর। তথাপি উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ (সা.) যখন নবুয়তের দাবি করলেন, তখন পূর্বে যারা তাঁকে সুদ্দুক ও আমীন (বিশ্বস্ত) হিসেবে সম্মান করত, তাঁরাই তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করল। শুধু তাই নয়, তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে যারপরনায় যাতনা দিল, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হল এবং তাঁর অনেক সঙ্গীদের হত্যাও করা হল। সেই বর্বরতার যুগে বিরোধীতার অগ্রণী ছিল মক্কার দুই সর্দার- আমর বিন হিশশাম (আবু জাহাল) এবং ওমর ইবনে খাত্তাব। আঁ হযরত (সা.)আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ্! এই দুই ব্যক্তি- আমর বিন হিশশাম এবং উমর বিন খাত্তাব-এর মধ্য থেকে যে কোন (যাকে তুমি পছন্দ কর) একজনের সঙ্গে ইসলামকে সম্মান ও শক্তি দান কর।"

(তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, ১৮ অধ্যায়)

এরপর বিশ্ববাসী দেখেছে যে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর দোয়াকে কেমন আশ্চর্যজনক ও অলৌকিকভাবে গ্রহণ করেছেন। যে উমর ঘর থেকে তরবারি নিয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে বের হয়েছিল, তিনিই স্বয়ং কুরআন করীমের মহিমান্বিত হেদায়াত এবং দোয়ার অস্ত্রে বিদ্ধ হয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন, যা মুসলমানদের ভীষণভাবে উজ্জীবিত করে তোলে। মক্কার মুশরিকরা যখন মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলল, তখন বাধ্য হয়ে আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করতে হল। কিন্তু এক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই দ্বিতীয় হিজরীতেই মক্কার মুশরিকরা মদিনার উপর চড়াও করে মুসলমানদের সমূলে উৎপাটন করতে চাইল। সেই সময় বদর প্রান্তরে যে যুদ্ধ সংঘটিত হল তাতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন যাদের অধিকাংশই ছিল নিরস্ত্র। অপরদিকে ছিল মক্কার কাফেরদের রণসজ্জায় সজ্জিত এক হাজার সৈন্য । সেই সময় আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত অনুনয় বিনয় সহকারে দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ্! আজ যদি তুমি একেশ্বরবাদী এই ছোট্ট জামাতটি ধ্বংস করে দাও, তবে তোমার ইবাদত কে করবে?"

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, ৪র্থ অধ্যায়)

বদরের কুটির থেকে অনুনয়পূর্ণ এই দোয়াই খোদা তা'লার দরবারে যখন গৃহীত হল, তখন তা এক মুষ্ঠি কঙ্করকে প্রকাণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুতে পরিণত করল আর ৩১৩ জন নিরস্ত্র মুসলমানকে মুশরিকদের এক

যুগ ইমামের বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমাণিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)**

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

হাজার সশস্ত্র পরাক্রমশালী বাহিনীর উপর জয়যুক্ত করল।

বন্ধুগণ! জীবন্ত খোদার জীবন্ত সত্তার আরও একটি ঘটনা আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনে সেই সময় প্রকাশ পায় যখন পারস্য সম্রাট খুসরু পারভেজ (দ্বিতীয়) ইহুদীদের প্ররোচনায় আঁ হযরত (সা.) এর নামে ইয়েমেনের গভর্নর বাজানকে গ্রেপতারির পরোয়ানা দিয়ে পাঠায় এবং তাকে আদেশ করে যে, নবুয়তের দাবিদার মহম্মদ (সা.)কে গ্রেপতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আদেশ মেনে বাজান আঁ হযরত (সা.) কে গ্রেপ্তার কর আনতে দুইজন সিপাহীকে মদীনায় পাঠায়। সেই দুই সিপাহী আঁ হযরত (সা.)কে নির্দেশ শুনিয়ে দেওয়ার পর একথা বলে সতর্ক করে যে, 'আপনি যদি পারস্য সম্রাটের আদেশ অমান্য করেন, তবে তিনি আপনার দেশকে ধ্বংস করে দিবেন।' আঁ হযরত (সা.) তাকে উত্তর দিলেন, 'কাল সকালে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।' এরপর আঁ হযরত (সা.) সারা রাত্রি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া করেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দোয়া গ্রহণ করে সংবাদ দেন যে, পারস্য সম্রাটের বেয়াদপির শাস্তি স্বরূপ আমরা তার স্থানে তার পুত্রকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছি। সকালে আঁ হযরত (সা.) সেই দুইজন সিপাহীকে সংবাদ দেন যে, যাও, আজ রাত্রিতে আমার খোদা তোমাদের খোদাওন্দকে হত্যা করেছে। আর এমনটিই ঘটে। যে রাত্রিতে আঁ হযরত (সা.) কে আল্লাহ্ তা'লা পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খুসরু পারভেজকে হত্যার সংবাদ দিয়েছিলেন, সেই রাত্রিতেই তার পুত্র শিরিবিয়া (ইংরেজিতে সাইরোজ) তাকে হত্যা করে আনান সাম্রাজ্যের উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করে ফেলে এবং ইয়েমেনের গভর্ণরকে নির্দেশ দেয় যে, নবুয়তের দাবিদার ব্যক্তিকে আমার পিতা গ্রেপ্তার করতে যে আদেশ জারি করেছিলেন আমি সেই আদেশ প্রত্যাহার করছি। আল্লাহ্ তা'লা কতই না পবিত্র।

এই সংবাদ শুনে ইয়েমেনের গভর্নর বাজান সহ বহু ইরানী বাসিন্দা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। আলহামদোলিল্লাহ।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! দোয়ার গ্রহণীয়তার ঘটনাবলী কেবল অতীতের কথা নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জীবিত সত্তার প্রমাণ দিতে আমাদের যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ দাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কেও আবির্ভূত করেছেন। তিনি বলেন-

'আমাদের জীবিত ও চিরঞ্জীব খোদা আমার সঙ্গে মানুষের ন্যায় কথা বলেন। আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করে দোয়া করি আর তিনি শক্তিতে পরিপূর্ণ বাক্যে তার উত্তর দেন। এই ধারা এক হাজার বার অব্যাহত থাকলেও তিনি উত্তর দেওয়া থেকে বিরত হন না। তিনি তাঁর বাণীতে অদৃশ্যের বিস্ময়কর সব কথা আমার নিকট প্রকাশ করে থাকেন আর অলৌকিক শক্তির দৃশ্য প্রদর্শন করে থাকেন। এমনকি তিনি এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করেন যে তিনিই সেই সত্তা যাকে খোদা বলা উচিত।"

(নাসীমে দাওয়াত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৪৪৮)

তিনি খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণে তাঁর রচনা হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থে দুইশ আটটি নিদর্শন লিপিবদ্ধ করেছেন। যার মধ্যে একটি দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন উপস্থাপন করছি যা জীবিত খোদার সত্তার এক বাগ্ময় সাক্ষী। তিনি বলেন-

আব্দুল করীম পিতা আব্দুর রহমান নামে হায়দারাবাদ দক্ষিণের জনৈক ছাত্র আমাদের মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাকে পাগল কুকুরে কামড়ে দেয়। আমরা তাকে চিকিৎসার জন্য কাসোলী পাঠিয়ে দিই। কয়েকদিন পর্যন্ত কাসোলীতে তার চিকিৎসা হতে থাকে। এরপর সে কাদিয়ান ফিরে আসে। কিছু দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় যা পাগল কুকুরে কামড়ালে হয়। সে পানিকে ভয় পেতে শুরু করে আর ভয়ানক অবস্থা তৈরী হয়। তখন প্রবাসে থাকা সেই অসহায় ছেলেটির জন্য আমার মন অস্থির হয়ে ওঠে আর দোয়ার জন্য বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হয়। সকলে মনে করল অসহায় ছেলেটি হয়তো কয়েক ঘন্টাতেই মারা যাবে। নিরুপায় হয়ে বোর্ডিং থেকে বের করে সতর্কতা হিসেবে অন্য একটি বাড়িতে অন্যদের থেকে তাকে পৃথক করে রাখা হয় আর কাসোলীর ইংরেজ ডাক্তারকে বেতার বার্তা পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এমন পরিস্থিতিতে এর কোনও চিকিৎসা আছে কি না। ডাক্তারের পক্ষ থেকে বেতারে উত্তর এল, এখন এর কোনও চিকিৎসা নেই। কিন্তু সেই অসহায় ও প্রবাসী ছেলেটির জন্য আমার ভীষণভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হল। আমার শুভাকাঙ্খীরাও তার জন্য দোয়া করার জন্য পীড়াপীড়ি করল। কেননা, সেই অসহায় অবস্থায় তার অবস্থা অত্যন্ত দয়নীয় হয়ে উঠেছিল। এছাড়াও মনের মধ্যে এই আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছিল যে, যদি সে মারা যায়, তবে তার এই অপমৃত্য শত্রুদের জন্য পরীক্ষার কারণ হবে। একথা ভেবে আমার হৃদয় তার জন্য ভীষণভাবে ব্যাথিত ও অস্থির হয়ে উঠল। আর অলৌকিকভাবে তার জন্য বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হল, যা নিজের নিয়ন্ত্রণে সৃষ্টি হয় না। বরং কেবল খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়। আর তৈরী হলে খোদা তা'লার আদেশে তা এমন প্রভাব দেখায় যার দ্বারা মৃত যেন জীবিত হয়ে ওঠে। যাইহোক তার জন্য খোদার দরবারে গ্রহণীয়তার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আর সেই মনোযোগ যখন শিখর স্পর্শ করল আর বেদনা আমার হৃদয়কে ঘিরে ধরল, তখন সেই রোগীর উপর, বস্তুত যে মৃতপ্রায় ছিল, সেই মনোযোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া শুরু করল। আর যে কিনা পানি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ত আর আলো দেখে ছুটে পালাত, হঠাৎ করে তার স্বাস্থ্যের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়ে নিরাময় হতে শুরু করল। সে বলল, 'এখন পানিকে আর ভয় লাগে না। তাকে পানি দেওয়া হল, আর নির্ভয়ে সে পানি পান করল। এমনকি পানি দ্বারা ওযু করে নামাযও পড়ল। আর সারা রাত ঘুমোলো। তার ভয়াবহ ও পশুসুলভ উত্তেজনা ক্রমেই স্তিমিত হতে থাকল। এমনকি কয়েকদিনের মধ্যেই সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ্য হয়ে উঠল। আর তৎক্ষণাৎ আমাকে অলৌকিকভাবে বোঝানো হল যে এই উন্মাদনার অবস্থা তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সৃষ্টি হয় নি, বরং খোদার নিদর্শন প্রকাশ পাওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। অভিজ্ঞ লোকেদের কথা, কাউকে যখন পাগলা কুকুরে কামড়ায় এবং তার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ প্রকট হতে শুরু করে, সেই অবস্থা থেকে বেঁচে ফিরে আসার ঘটনা কখনও দেখা যায় না।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৪৮০)

সম্মানীয় শ্রোতা! আজকের যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। বহু দূরারোগ্য ব্যধির চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এও বাস্তব যে, পাগলা কুকুরে কামড়ানোর পর বর্তমানে এন্টি র‍্যাবিস টিকার মাধ্যমে এই রোগ সারে। কিন্তু পুনরায় উন্মাদনার আক্রমণ হলে আজও এই রোগের কোনও চিকিৎসা নেই। আর এই নিদর্শনটি আল্লাহ্ তা'লার শক্তিমত্তা প্রদর্শন এবং তাঁর অস্তিত্বের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

সম্মানীয় শ্রোতা! হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর তিরোধানের পর জামাত আহমদীয়ায় নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আহমদীয়াতের খলীফাগণের মাধ্যমেও আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গ্রহণীয়াতার মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে চলেছেন। সময়ের অপ্রতুলতার কারণে নির্বাচিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে।

হযরত মৌলানা নুরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর যুগের কথা। হযরত চৌধুরী হাকিম দ্বীন সাহেব কাদিয়ানে বোর্ডিং হাউসে একজন সাধারণ কর্মী ছিলেন। প্রথম সন্তানের জন্মের সময় তাঁর স্ত্রী ভীষণ প্রসব বেদনায় ছটপট করছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, এমতাবস্থায় উপায়ন্তর না দেখে রাত্রি এগারোটায় সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) বাড়িতে যাই। চৌকিদারকে বললাম, এখন কি হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারি? চৌকিদার সটান না বলে দিল। কিন্তু হুযুর

আমার কথা শুনতে পেয়ে আমাকে ভেতরে ডাকলেন। আমি স্ত্রীর যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করলাম। তিনি একটি খেজুরে দোয়া পড়ে আমাকে দিলেন এবং বললেন, এটি তোমার স্ত্রীয়ে গিয়ে খাইয়ে দিও আর শিশু ভূমিষ্ঠ হলে আমাকে সংবাদ দিও। হযরত হাকিম দ্বীন বলেন, আমি সেই খেজুরটি আমার স্ত্রীকে গিয়ে খাইয়ে দিই। খেজুরটির আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক প্রভাব প্রকাশ পায় এবং কিছুক্ষণ পরেই এক শিশুকন্যার জন্ম হয়। তিনি বলেন, একথা ভেবে যে হুযুর হয়তো এখন ঘুমোচ্ছেন, তাই আমি তাঁকে অত রাত্রিতে ঘুম থেকে ডাকা সমীচীন মনে করি নি। সকালে ফজরের পর যখন আমি উপস্থিত হলাম এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালাম, তখন হুযুর বললেন, সন্তানের জন্মের পর তোমরা স্বামী-স্ত্রী ঘুমোতে থাকলে। আমাকে যদি সংবাদ দিতে, তবে আমিও বিশ্রাম করতাম। আমি সারা রাত্রি তোমার স্ত্রীর জন্য দোয়া করতে থেকেছি। এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হাকিম দ্বীন সাহেব অঝোরে কেঁদে ফেলেন এবং বলতে থাকেন-কোথায় চাপরাশি হাকিম দ্বীন আর কোথায় মহান নুরুদ্দীন!

(রোযনামা আল ফযল, দোয়া সংখ্যা, পৃ: ৪৪)

খোলাফায়ে আহমদীয়াতের কি অপার মহিমা! জামাতের সদস্যদের জন্য এতটাই সদয় ও স্নেহশীল যে যে তাদের দুঃখ-বেদনাকে আপন করে নিয়ে সারা রাত্রি প্রাণপাত করে তার হিত কামনায় দোয়া করছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এই ভাবাবেগ ব্যক্ত করতে গিয়ে জামাতকে সম্বোধন করে বলেন- 'তোমাদের একজন সমব্যথী আছে, যে তোমাদেরকে ভালবাসে এবং তোমাদের দুঃখ-কষ্টকে নিজের দুঃখ কষ্ট বলে মনে করে এবং তোমাদের জন্য খোদার কাছে দোয়া করে।..... তোমাদের জন্য আপন প্রভুর কাছে ব্যকুল হয়ে প্রার্থনা করে।"

হযরত সৈয়্যদাহ মেহের আপা বর্ণনা করেন যে, ১৯৫৩ সালের দাঙ্গার সময় আহমদীয়াতের প্রতি শত্রুতার কারণে হযরত মিঞা নাসের আহমদ সাহেব (খলীফাতুল মসীহ সালিস) এবং হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)কে গ্রেপ্তার করা হয়। রাত্রে খাবার সময় তাদের কথা উল্লেখ করা হলে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

'আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর কৃপা করুন।তাদেরকে কেবল এই অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যে তারা নিরপরাধ। তাই আমার খোদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে তিনি দ্রুত তাদের উপর কৃপা করবেন।"

তিনি বলেন: এশার নামাযে দোয়া করার সময় তিনি এতটাই আহাজারি করছিলেন যা আমি কখনও ভুলব না। অনুরূপ অবস্থা তাহাজ্জুদেও হয়েছিল। এরপর যখন সকাল হল এবং ডাকের সময় হল, তখন প্রথম যে বেতার বার্তা পাওয়া গেল তাতে এই সুসংবাদ ছিল যে হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব এবং মিঞা নাসের আহমদ সাহেব মুক্তি পেয়েছেন। আমার খোদা কত দ্রুত দোয়ার কবুলিয়াতের নিদর্শন দেখালেন!

(দৈনিক আল ফযল দোয়া নম্বর, পৃ: ৪৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহ.)-এর যুগের কথা। মহম্মদ আমীন সাহেব জার্মানী থেকে বলেন, আজ থেকে ৪৫ বছর পূর্বে আমার বুকের পাঞ্জরে ব্যাথা শুরু হয়। বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাই। কোন পরীক্ষা বাদি দিই নি, কিন্তু যন্ত্রণা উপশমের কোন লক্ষণ ছিল না। ডাক্তাররাও হাল ছেড়ে দিয়ে বলে দিলেন, এর কোন চিকিৎসা নেই। আর এও বললেন যে, আর যে কয়দিন বেঁচে থাকবেন এভাবে যন্ত্রনার মধ্যেই বেঁচে থাকতে হবে। এরই মাঝে ১৯৮০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস হামবার্গ আসেন। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে মানুষের সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে নিজের কষ্টের কথা তাঁকে জানিয়ে বললাম, ডাক্তার বলছে এর চিকিৎসা নেই, আমি না কি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব না। একথা শুনে হুযুর দাপটের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন-কে বলেছে কষ্ট লাঘব হবে না। এরপর হুযুর নিজের হাত দিয়ে আমার জামার একটি বোতাম খুলে একটি ইঞ্জাতে একটি বৃত্ত এঁকে বললেন,'এখানে ব্যথা হয়?'আমি বললাম, জি হুযুর। হুযুর বললেন, আমি দোয়া করব। ইনশাআল্লাহ্ কষ্ট লাঘব হবে। ভয় পাবেন না। আমীন সাহেব বলেন, সেই ঘটনার পর ৩৫টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, আজকের দিনে মনে হয় যেন আমার কখনও কোনও কষ্টই ছিল না।

'কুদরতসে আপনি জাত কা দেতা হ্যায় হাক সবুত/ উস বেনিশাঁ কি চেহেরা নুমাই এহি তো হ্যায়।'

অর্থাৎ কুদরত বা শক্তিমত্তার মাধ্যমে তিনি নিজ সত্তার প্রমাণ দেন। এটাই তো সেই নিরাকার সত্তার আত্মপ্রকাশ।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.)-এর দোয়া গ্রহণীয়তার একটি ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা রয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানার এক প্রধান হলেন নানা আওজিফি, যিনি খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। গোত্রের দিক থেকে তিনি এক গণক জাতির সদস্য ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর বার বার গর্ভপাত হচ্ছিল। তিনি খৃষ্টান পাদ্রী ও ওঝার কাছে যান, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। সব দিক থেকে হতাশ হয়ে অবশেষে জামাত আহমদীয়ার ইমাম আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেবের কাছে আসেন। তিনি তাকে বলেন, আমি খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী হলেও এই ধর্মে দোয়ার উপর আমার বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। আমি শুনেছি খোদা তা'লা আপনাদের দোয়া গ্রহণ করে থাকেন। আপনি আমাদের ইমামকে আমার পক্ষ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত লিখে আমার জন্য দোয়া করতে বলুন। ওয়াহাব আদম সাহেব তাঁর চিঠি হুযুরকে পাঠিয়ে দেন। হুযুর আনোয়ার উত্তরে লেখেন, আপনি সন্তান লাভ করবেন আর সে সুশ্রী ও দীর্ঘজীবি হবে। পরের বার তাঁর স্ত্রী যখন সন্তান-সম্ভাবা হল, ডাক্তার বললেন, সন্তান ও স্ত্রী উভয়ের জীবন সঙ্কটে। গর্ভপাত করিয়ে নিন। সেই প্রধান বললেন, কখনই না। আমি জামাত আহমদীয়ার ইমামের চিঠি পেয়েছি। তিনি লিখেছেন- আমার স্ত্রী বা সন্তানের কারো কোন ক্ষতি হবে না। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুন্দর ও সুস্থ্য সন্তান দান করেন। তাঁর স্ত্রীও সুস্থ্য থাকেন। দোয়া গ্রহণীয়তার এই নিদর্শন দেখে তাঁরা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর হাতে বয়আত করে নেন।

'গায়ের মুমকিন কো মুমকিন মেঁ বদল দেতি হ্যায়/ হে মেরে ফিলসাফিয়ো! জোরে দোয়া দেখো তো।

অর্থাৎ অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখায়। হে দার্শনিকবর্গ! দোয়ার শক্তি দেখে যাও।

সব শেষে আমি আমাদের ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার একটি ঘটনা বর্ণনা করব। ২০০৪ সালে হুযুর যখন ঘানা আসেন,তখন ভ্রমণরত অবস্থায় একস্থানে তিনি ঘানাবাসীকে এই সুসংবাদ দেন যে ঘানার মাটিতে খনিজ তেলের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হবে। এরপর ২০০৮ সালে হুযুর আনোয়ার যখন খিলাফত জুবিলি উপলক্ষ্যে পুনরায় ঘানা আসেন, তখন ঘানার রাষ্ট্রপতি সাক্ষাতকালে হুযুরকে বলেন, 'আমাদের দেশের জন্য হুযুরের দোয়া কবুল হচ্ছে। হুযুর তাঁর বিগত সফরের সময় বলেছিলেন

যুগ খলীফার বাণী

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সংগ্রাম না করে, দোয়া না করে, সে অন্তরকে ঘিরে রাখা অজ্ঞতার জমাট অন্ধকারকে দূর করতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

যে ঘানার মাটিতে খনিজ তেলের ভাণ্ডার রয়েছে এখন থেকে তেল উৎপাদন হবে। হুযুরের এই দোয়া পূর্ণ মহিমায় গৃহীত হয়েছে। আর গত বছর থেকে ঘানায় তেল উৎপাদন হচ্ছে। ঘানার প্রসিদ্ধ জাতীয় পত্রিকা ডেইলি গ্রাফিকস ১৭ই এপ্রিল ২০০৮ তারিখের প্রকাশনার ১ম পৃষ্ঠায় হুযুরের সঙ্গে ঘানার রাষ্ট্রপতির সাক্ষাতের প্রতিবেদন দিয়ে লিখেছে- 'খলীফাতুল মসীহ ২০০৪ সালের তাঁর ঘানা সফরে খনিজ তেল আবিষ্কারের বিষয়ে নিজের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর সেই প্রত্যয় সম্প্রতি বাস্তবের রূপ পেয়েছে, আজ ঘানার মাটিতে তেল উৎপাদন হচ্ছে।'

(রোযনামা আল ফযল দোয়া নম্বর, ২৮ শে ডিসেম্বর, ২০১৫)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! আমি সময়ের অপ্রতুলতার কারণে দোয়া গৃহীত হওয়ার মাত্র কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করতে পেরেছি। অন্যথায় এ সংক্রান্ত অজস্র ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা রয়েছে যেগুলি একত্রিত করলে একটি বিশাল আকারের বই হবে।বস্তুত দোয়ার গ্রহণীয়তার ঘটনাবলী আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের বাগ্ময় সাক্ষী। এই নিদর্শন প্রকাশের জন্য তাকওয়া, অন্তরের পবিত্রতা ও বিনয়ের প্রয়োজন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

কোই উস পাক সে জো দিল লাগাবে/ কারে পাক আপকো তব উসকো পাবে/ জো খাক মে মিলে উসে মিলতা আশনা/ আয়ে আযমানে ওয়ালে ইয়ে নুসখা ভি আযমা।'

অর্থ- সেই পবিত্র সত্তাকে যদি কেউ ভালবাসতে চায়/ সে নিজেকে পবিত্র করুক তবে সে তাঁকে পাবে/ যে মাটিতে মেশে সেই খ্যাতি লাভ করে/ হে সত্যান্বেষী! এই পথও অনুসরণ করে দেখ।

অনুরূপভাবে তিনি বলেন, 'আমি দোয়ার মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই অবগত হয়ে যাই এবং বিশ্বাস এমনভাবে বৃদ্ধি পাই যেন খোদাকে দেখতে পাই।.... এটিই দোয়া যার মাধ্যমে খোদাকে চেনা যায় এবং সহস্র সহস্র পর্দার অন্তরালে লুক্কায়িত সেই প্রতাপ ও পরাক্রমশালী সত্তার সন্ধান পাওয়া যায়।"

(আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২৩৮)

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত মহম্মদ (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা

"সেই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে সম্পূর্ণ এবং পূর্ণ মানব ছিলেন এবং পূর্ণ নবী ছিলেন এবং যিনি পূর্ণ কল্যাণরাজি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও একত্রীকরণের কারণে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত (পুনরুত্থান) সংঘঠিত হয়, যাঁর আগমণে এক মৃত জগৎ জীবন ফিরে পায় সেই মোবারক নবী হলেন খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুল আসফিয়া, খাতামুল মুরসালীন, নবীগণের গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)।

হে আমার খোদা! তুমি সেই প্রিয়তম নবীর উপরে সেই রহমত ও দরূদ বর্ষণ কর, যা তুমি পৃথিবীর আদিকাল থেকে অদ্যবধি অন্য কারো উপরেই বর্ষণ করনি। যদি এই আজিমুশশান, মহামহিমান্বিত নবী দুনিয়ার বুকে না আসতেন, তাহলে যে সকল ছোট ছোট নবী যেমন, ইউসুফ (আ.), আইয়ুব (আ.), মসীহ ইবনে মরিয়ম (আ.), মালাকি (আ.), ইয়াহইয়া (আ.) জাকারিয়া (আ.) ইত্যাদি, তাঁদের সত্যতার স্বপক্ষে আমাদের কাছে কোনও প্রমাণই থাকত না, যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন খোদা তা'লার প্রিয়পাত্র। এ তো সেই নবীরই (সা.) কৃপা ও অনুগ্রহ যার দরুন এঁরা সবাই পৃথিবীতে সত্য বলে স্বীকৃত হতে পেরেছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

(ইতমামুল হুজ্জাত, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮)

জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বয়আতে ইচ্ছুক সকলকে, এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আলোকপাত করে ১৮৮৯ সালের ৪ঠা মার্চ প্রচারিত এক ইশতেহারে বলেন-

" মুত্তাকীদের জামাত গঠন অর্থাৎ খোদাভীরুতায় অলংকৃত ব্যক্তিদের এক জামাতে সংঘবদ্ধ করা হলো বয়আতের এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। যাতে খোদাভীরুদের এমন বড় এক দল গঠিত হয়ে জগতে নিজেদের পবিত্র প্রভাব বিস্তার ঘটাতে পারে এবং তাদের একতা, ইসলামের জন্য কল্যাণ, মাহাত্ম্য ও শুভ পরিণাম বয়ে আনে। তারা এক ও অভিন্ন বিষয়ে সমবেত হওয়ার কল্যাণে, ইসলামের পূত-পবিত্র সেবায় দ্রুত কাজে আসতে পারে। তারা যেন অলস, কৃপণ ও অকর্মণ্য মুসলমান সাব্যস্ত না হয়। আর এমন অর্বাচীন লোকদের মতও যেন না হয়, যারা নিজেদের মতবিরোধ ও অনৈক্যের মাধ্যমে ইসলামের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে, এর (অর্থাৎ ইসলামের) অনিন্দ্য সুন্দর চেহারায় নিজেদের দুষ্কর্মপরায়ণতার কালিমা লেপন করেছে। আবার এমন উদাসীন দরবেশ ও ঘরকুনোর মতও যেন না হয়, যারা ইসলামের বর্তমান চাহিদাগুলো সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না, যাদের নিজ ভাইদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের কোন মানসিকতা নেই আর যাদের মানব- সন্তানের কল্যাণ সাধনের কোন অনুপ্রেরণা বা স্পৃহাও নেই। পক্ষান্তরে এদের অর্থাৎ বয়আতকারীদের জাতির প্রতি এমন সহানুভুতিশীল হওয়া উচিত যারা হবে গরীবের আশ্রয়স্থল, এতীমদের জন্য পিতৃতুল্য ও ইসলামের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা ও সহায়তা দিতে একান্তই অন্তরঙ্গ-প্রেমিকের মত আত্মোসর্গে প্রস্তুত এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা ও সাধ্য-সাধনা এ উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত, যেন তাদের সার্বজনীন কল্যাণ পৃথিবীময় বিস্তার লাভ করে। ঐশী প্রেমে ও খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতার পবিত্র প্রস্রবণ ধারা যেন প্রতিটি হৃদয় হতে উৎসারিত হয়ে একস্থানে মিলিত হয়।..... খোদা তা'লা এই দলকে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করতে ও স্বীয় শক্তি, ক্ষমতা ও মহিমা প্রর্দনের জন্য সৃষ্টি করতে আর উন্নতি দিতে, এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে পৃথিবীতে খোদাপ্রেম, সত্যিকার অনুতাপ, পবিত্রতা, প্রকৃত ও সঠিক পুণ্যকর্ম, শান্তি ও কল্যাণ এবং মানবসন্তানদের পরস্পরের মাঝে মায়া-মমতা ও সহমর্মিতা ছড়িয়ে দিতে পারেন। অতএব এই দল, তাঁর বিশেষ এক দলের মর্যাদা পাবে। তিনি তাদেরকে তাঁর নিজস্ব বিশেষ প্রেরণায় শক্তি জোগাবেন। তাদেরকে কলুষিত জীবন থেকে মুক্তি দিবেন। অতঃপর তাদের জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করবেন। তিনি যেমনটি তাঁর নিজ পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই দলকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি দান করবেন এবং হাজার হাজার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদীদেরকে এতে প্রবিষ্ট করবেন। তিনি স্বয়ং এতে পানি সিঞ্চন করবেন এবং একে উন্নতি দান করবেন এতটা যে, এদের আধিক্য ও কল্যাণসমূহ মানবীয় দৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক মনে হবে। তারা উঁচু স্থানে স্থাপিত প্রদীপ্ত মশালের মত দুনিয়ার চতুর্দিকে স্বীয় আলোকময় দ্যুতি ছড়িয়ে দিবে আর ইসলামের কল্যাণরাজির জন্য তারা অনুকরণীয় আদর্শরূপে স্বীকৃত হবে। তিনি এই জামাতের পূর্ণ অনুসারীদেরকে সকল প্রকার কল্যাণের ক্ষেত্রে অন্যান্য জামাতের উপর পূর্ণ বিজয় দান করবেন। কেয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ীভাবে তাদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি হতে থাকবে, যাদেরকে গ্রহণযোগ্যতা ও সহায়তা প্রদান করা হবে। সেই মহা-প্রতাপান্বিত প্রতিপালক এটাই চেয়েছেন, তিনি সর্বশক্তিমান, যা-ই চান করে থাকেন। প্রত্যেক শক্তি ও মহিমা তাঁরই।"

(তবলীগে রিসালত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫০-১৫৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে জামাতের অগ্রগতি ।

জলসা সালানা কাদিয়ান,২০২১-এর বক্তব্য

- মুনীর আহমদ খাদিম, এডিশিনাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ, কাদিয়ান।

সম্মানীয় সভাপতি মহাশয়!

আমার বক্তব্যের বিষয় বস্তু হল "হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে জামাতে আহমদীয়ার উন্নতি"।

এটা খোদাতা'লার চিরাচরিত নিয়ম যে, যখনই কোন নবী বা রসূল পৃথিবীতে আসেন তখন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক দুর্বল পরিস্থিতি বিরাজমান থাকে। আর সেই কারণে নবীর মান্যকারীরা তাদের আধ্যাত্মিক যাত্রা অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে শুরু করেন। পৃথিবীর মানুষ তাদের উপর অত্যাচার করে, অন্যায় করে, তাদের বেঁচে থাকাটাই দুর্বিষহ করে তোলে। চতুর্দিক দিক থেকে অত্যাচারের বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে। ঠাট্টা, বিদ্রুপ-দুর্নাম, এবং অপমান জনক দৃষ্টিতে তাদের দেখা হয়। এতদসত্বেও সে শুধুমাত্র নিজ খোদার নামকে উজ্জ্বল করার জন্য তাঁরই সাহায্য নিয়ে তার আগমনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য খোদাতা'লার হাতকে শক্ত করে ধরে তার মান্যকারীদের সাহস বৃদ্ধি করতে থাকে, আর তাঁর নিজ সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ একথা বলে যে, তোমরা ভয় করোনা।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ
وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ○ كَتَبَ اللهُ
لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের মোকাবেলা করে তারাই অপমানিত এবং লজ্জিত হবে।

আল্লাহ এটা লিখে দিয়েছেন যে, তিনি এবং তাঁর রসূলই বিজয়ী হবেন, আল্লাহ অবশ্যই সম্মানীয় এবং বিজয়দানকারী।

(সূরা মুজাদিলা ঃ ২১-২২)

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

এবং নিশ্চয় আমাদের রসূল রূপে প্রেরিত বান্দাগণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে নিশ্চয় তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং আমাদের যে বাহিনী (মোমেনদের দল), নিশ্চয় তারাই বিজয়ী হবে।

(সাফাত ঃ- ১৭২-১৭৪)

সুতরাং সমস্ত রসূলগণ খুব দুর্বল পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে আগমণ করে থাকেন। তাদের এই দুর্বলতারই নিদর্শন হয় যে, সব ধরণের অত্যাচার সহ্য করেও ধৈর্যের বাঁধকেও ভাঙতে দেন না। আর প্রত্যেক নবীগণকে আল্লাহতা'লা এই সম্বোধন করে বলেন যে,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

অর্থ : - এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; এবং নিশ্চয় বিনয়ীগণ ব্যতিরেকে (অন্যান্যদের জন্য) ইহা বড়ই কঠিন।

(সূরা আলবাকারা : ৪৬)

আবারও তিনি এই দোয়া শিখিয়েছেন যে, -

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

অর্থ : - হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর ধৈর্য শক্তি বর্ষণ কর এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।

(সূরা বাকারা : ২৫১)

সুতরাং আঁহযরত (সাঃ)এর পূর্বেও হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) পর্যন্ত এই সুন্নতের উপর আমল হচ্ছিল। আর ইতিহাস এর সাক্ষী রয়েছে যে, আঁ হযরত (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ (রাঃ) কিভাবে অত্যাচারিত হয়ে দিনাতিপাত করেছেন। তারা প্রহৃত হয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাদেরকে বয়কট করা হয়েছে, সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। হত্যা করা বা হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং কাউকে শহীদও করা হয়েছে। আর এই শাহাদাতের ধারা বেশ কিছু বছর ধরে চলতে থাকে। আর মুসলমান সকল ধৈর্য ধারণ করতে থাকে। তারা খোদাতা'লার কাছে সাহায্য চাইতে থাকে। আর এই সমস্ত অত্যাচারিত সাহাবাদের অবস্থা সর্বদা এইরূপ যে, তারা দীর্ঘদিন অত্যাচারিত হওয়ার পরও যখন বিজয়ী হলেন তখন প্রতিশোধ না নিয়ে অত্যাচারীদের ক্ষমা করে দিলেন। আর এটাই তাদের সত্যতার একটা বড় নিদর্শন।

শ্রোতামণ্ডলী! এই চিরাচরিত আল্লাহর নিয়ম আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রকৃত দাস যুগের ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এর পবিত্র যুগেও অব্যাহত আছে। তাঁর (আঃ) এর এই যুগ সম্পর্কে আঁ হযরত (সাঃ) আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ) এর যুগও দুর্বল অবস্থার মধ্য দিয়ে শুরু হবে, আর ইমাম মাহদী (আঃ) এর সঙ্গেও ঐরূপ দুর্ব্যবহার তাঁর বিরোধীরা তাঁর সাথে করবেন যেরূপ বিরোধীতা আঁ হযরত (সাঃ) এবং তাঁর সাথিদের সঙ্গে সেই যুগের দুর্ভাগ্যবান বিরোধীরা করেছিলো। আর এই বিষয়ে বিশ্ব নবী হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সাঃ) বলেছিলেন যে, বনী ইস্রাঈল জাতি বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। আর তাদের মধ্যে সকলেই জাহান্নামী হবে শুধুমাত্র একটি দল ছাড়া। তখন মানুষেরা জিজ্ঞেস করলেন হে রসূলুল্লাহ! সেই এক দলের পরিচয় কি হবে? উত্তরে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, তাদের পরিচয় এই হবে যে, তাদের অবস্থা ঐরূপ হবে যেটা প্রথম অবস্থায় আমার এবং আমার সাহাবাদের হয়েছিল। যেরূপ আমার এবং আমার সাহাবিদের বিরোধিতা হয়েছিল ঐরূপ আগমণকারী মসীহ্ ও মাহদী ও তাঁর সাহাবিদের বিরোধিতা হবে।সুতরাং এক মহান সুফী হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহঃ) লিখেছেন যে,

اذا خرج هذ الامام المهدى
لم يكن له اعداءالا الفقهاء خاصة

অর্থাৎ- যখন ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হবেন তখন সমকালীন ধর্ম যাজকরা তাঁর কঠোরতম শত্রুতে পরিণত হবে। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর প্রাথমিক যুগে তাঁর নিকটাত্মীয় থেকে শুরু করে এলাকাবাসী এবং বিশেষ করে মৌলভীরা, যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো, তাঁর কঠোর বিরোধী হয়ে উঠে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর আত্মীয়দের মধ্যে তাঁর নিজ চাচাতো ভাই মির্যা নিজাম উদ্দিন ও মির্যা ইমাম উদ্দিন মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর কঠোর বিরোধীতা করত, আর বলত যে, নাঊযুবিল্লাহ্ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দোকানদারী চালাচ্ছে এবং তারা বিরোধীতা এভাবেও করত যে, লোক ভাড়া করে মসীহ মাওউদ (আঃ) এর ঘরের দিকে মুখ করে সারা রাত গালাগালি করাতো মসীহ মাওউদ (আঃ) এর উদ্দেশ্যে।এরূপ কাজের জন্য নিযুক্ত এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) ঘরের মানুষকে ডেকে বলেন যে, ঐ ব্যক্তি সারা রাত্রি গালি দিয়ে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে গেছে তাই ঐ ব্যক্তিকে কিছু খাবার দিয়ে এসো। সুবহান আল্লাহ্! হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর দাসত্বে কত বড় চরিত্রের অধিকারী তিনি ছিলেন। কাদিয়ানে তাঁর নিকটাত্মীয়রা

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

জামাতের সদস্যদের উচিত তাকওয়া এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করা, এটিই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

ছাড়াও অ-আহমদী ও অমুসলিমরাও তাঁর (আঃ) এর কঠোর বিরোধিতা ও শত্রুতা করত। একবার আহমদ নূর কাবলী সাহেব বলেন যে, হুযুর! শত্রুরা অনেক অত্যাচার করে, গালি দেয়, আপনি আমাদেরকে তাদের উত্তর দেওয়ার অনুমতি দিন। তখন হুযুর (আঃ) বলেন, না- ধৈর্যধারণ কর আর ধৈর্যের বাঁধকে কখনও ভেঙে ফেলবে না। আর যদি ধৈর্যধারণ করতে না পার তাহলে কাবুল চলে যাও। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর রাস্তার উপর দেওয়াল তুলে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়, যার ফলে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং সাহাবাদের খুবই অসুবিধা হয়। অবশেষে কেস হয়ে যায়, এবং আদালতের রায় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর পক্ষে হয়। এবং আদালত বলে যে, আপনি আপনার প্রতিপক্ষের কাছ থেকে জরিমানা নিতে পারেন যদি চান। কিন্তু হুযুর (আঃ) ক্ষমা করে দেন। এটা তো আত্মীয়-স্বজনদের কথা- অন্য দিকে মৌলভী মহম্মদ হোসেন বাটালবী ভারতবর্ষ ব্যাপি ঘুরে ঘুরে ২০০জন মৌলভীর ফতোয়া একত্রিত করেন যে, নাউযুবিল্লাহ্ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কাফের এবং দাজ্জাল, তার পিছনে নামায আদায় করা জায়েয নয়, সালাম এবং কথাবার্তা বলা হারাম এবং দেখা সাক্ষাতও করা যাবে না। এর ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপি বিরোধিতার এক ঝড় উঠে। লোকেরা আহমদীদেরকে মারতে শুরু করে, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে শুরু করে, এমনকি কিছু কিছু আহমদীদেরকে শহীদও করে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব শহীদ এবং মৌলভী আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদ। তাঁদের শাহাদত আহমদীয়াতের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। একদিকে বিরোধীতা হত আর অন্যদিকে আল্লাহতা'লা হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আঃ)কে জামাতের উন্নতির খবর প্রদান করতেন, বড় বড় বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করতেন। সুতরাং আল্লাহতা'লা তাঁকে সু-সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন-

"তুমি পরাজয়ের পর অর্থাৎ (পরাজিত হওয়ার মত হয়ে) আবারও বিজয় লাভ করবে। আর শেষ বিজয় তোমারই হবে। আর আমি ঐ সমস্ত বোঝা তোমার মাথা থেকে নামিয়ে নেব যার ফলে তোমার কোমর ভেঙে গিয়েছে। খোদাতা'লার এটা ইচ্ছা যে, তোমার একত্ববাদ, তোমার সম্মান, তোমার মর্যাদার প্রকাশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবেন। খোদাতা'লা তোমার চেহারাকে প্রকাশিত করবে, এবং তোমার ছায়াকে সুদীর্ঘ করে দিবেন। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারীর আগমন ঘটেছে কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তাকে গ্রহণ করেনি, কিন্তু খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাঁর সত্যতাকে জগতের সামনে প্রকাশ করে দিবেন। অচিরেই তাঁকে একটি মহান দেশ দেওয়া হবে। .... সম্পদের দ্বার তাঁর জন্যে উন্মোচন করা হবে। .....তোমার খ্যাতি সম্মানের সাথে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পর্যন্ত ছড়িয়ে দিব। আমি তোমাকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম হিসাবে পাঠিয়েছি।"

(তাজকেরা পৃষ্ঠা, ১৪৮-১৪৯)

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী! এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐশী বিজয়ের যাত্রা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পবিত্র যুগ থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিলো। যখন তিনি (আঃ) ১৮৮৪ সনে বারাহীনে আহমদীয়া বইটি লেখেন, তখন ভারতবর্ষ ব্যাপি সেই বইটির জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করার মত ছিল। বিরোধীরাও একথা বলতে থাকে যে, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে ইসলামের এমন সেবা করা হয়েছে যার উদাহরণ ১৪০০বছরের মধ্যে পাওয়া মুশকিল। পরবর্তীতে ১৮৯১ সনে যখন তিনি (আঃ) আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে মসীহ্ এবং মাহদী হওয়ার দাবী করেন তখন প্রচন্ড বিরোধীতা শুরু হয়ে যায়। এবং সেই সময়কার বিখ্যাত মৌলভী নজীর হোসেন দেহলভী, মহম্মদ হোসেন বাটালভী এবং মহম্মদ বশীর সাহেব প্রমুখ ব্যক্তিরা মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সঙ্গে মুনাজিরা করেন, আর ইতিহাস সাক্ষী আছে যে, এই সমস্ত মুনাজিরাতে আল্লাহতা'লা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে বিজয় দান করেন। আর মৌলভীরা কোরআন এবং হাদিস থেকে হযরত ঈসা (আঃ)এর জীবিত থাকার কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি- আর এই মহান বিজয় আজও অব্যাহত আছে। বর্তমান যুগে মৌলভীরা তো ঈসা (আঃ) এর জীবিত থাকার ব্যাপারে আলোচনা করতেই চায় না এবং বর্তমানে এই পরিস্থিতি হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু, খতমে নবুওয়াত এবং মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর সত্যতা কোরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণের ব্যাপারে তারা কোন দলিল দিতে না পেরে গালাগালি করে নিজেদের জ্বালা যন্ত্রনা নিবারণের চেষ্টা করে। কোরাআনে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে যত নবী-রসূল এসেছেন সমকালীন বিরোধীরা যুক্তি প্রমাণ দিতে না পেরে সেই নবী রসূলকে হাসি ঠাট্টা এবং নিচু দেখানোর চেষ্টা করে থাকে। আর এই বিষয়ে আল্লাহতা'লা বলেন যে,

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

অর্থাৎ- পরিতাপ! বান্দাগণের জন্য, তাহাদের নিকট এমন কোন নবী-রসূল আসে নাই, যাহার প্রতি তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে নাই।

(সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৩১)

এই বিরোধীতার সময়েই যখন কিনা নিজেদের মধ্যেও অনেকেই বিরোধী হয়ে উঠছিল ঠিক সেই সময়েই আল্লাহতা'লার নির্দেশ মত হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৯১ সনে জলসা সালানা কাদিয়ানের সূচনা করেন এবং আল্লাহর কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে ঘোষণা দেন যে,

"এই জলসাকে সাধারণ জলসা মনে করবে না। এটা সেই আদেশ যার সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে- আর ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে এর স্থাপনা করা হয়েছে। আর এই স্থাপনার প্রাথমিক ইট আল্লাহতা'লা নিজ হস্তে রেখেছেন। আর এই কাজের জন্য একটি জাতি তৈরী করেছেন। যারা অচিরেই এতে এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্ব শক্তিমান খোদার কাজ যার নিকট কোনও কাজই অসাধ্য নয়।"

(ইশতেহার ৯ই ডিসেম্বর ১৮৯১ সন)

সেই সময় প্রথম জলসাতে ৭০জন মানুষ অংশ গ্রহণ করেছিল আর বিরোধীরা মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর উপর কাফের ফতোয়া লাগিয়ে মনে করেছিল যে, মানুষজন মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর কাছে আর আসবে না আর বয়আত করবে না কিন্তু এর বিপরীতে তাদের সম্মুখে কাদিয়ানে জন-সমাগম বাড়তে থাকে। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর মৃত্যুর পর প্রথম খলিফার যুগে প্রথম জলসাতেই তিন হাজারের মত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আস্তে আস্তে খিলাফতের মধ্য দিয়ে এই উপস্থিতির সংখ্যা হাজার অতিক্রম করে লাখে লাখে গিয়ে পৌঁছায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এতে অংশ গ্রহণ করতে থাকে। শত শত অ-আহমদী, অ-মুসলিম, জ্ঞানী-গুণি ব্যক্তিবর্গ, বড় বড় রাজনীতিবিদ, মন্ত্রীবর্গ রাষ্ট্রপ্রধানরাও এই জলসাতে অংশ গ্রহণ করতে থাকে, একাংশও নিজ নিজ পয়গাম পাঠিয়ে থাকেন। এবং এই পয়গাম পাঠানোটা নিজেদের সম্মানের কারণ বলে মনে করেন। এবং প্রত্যেক ধর্মের লোকদেরকে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বাণী

যুগ ইমামের বাণী

"যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুগুলিকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ প্রিয়ভাজন হওয়ার সম্মান লাভ হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Bibi and family, Bhagbangola, MSD

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

উচ্চারিত করার এমন একটি স্টেজ হাতে এসে গেল, যেখান থেকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির বাণী ধ্বনিত করতে লাগল। আর ভালোবাসার মন্ত্র সকলকে শোনান। আলহামদুলিল্লাহ্! এখন এই জলসা M.T.A এর মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপি দেখা ও শোনা হচ্ছে। এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ ও করা হচ্ছে। এবং এইবার ২০২১ সনের জলসা সালানা ইউ. কে. যেটা হয়েছে তাতে তো এক অদ্ভুত দৃশ্য পৃথিবীর মানুষ দেখেছে আর সেটা হল পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষরা নিজ নিজ দেশে বসে জলসা সালানা ইউ. কে.-তে অংশ গ্রহণ করেছিল। আর এর মাধ্যমে বুজুর্গাণের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে যে,

ان المومن فی زمان القائم
وھوبالمشرق لیری اخاہ الذی فی
المغرب و کذاالذی فی المغرب یری
اخاہ الذی فی المشرق

(বাহারুল আনোয়ার- শেখ মহম্মদ বাকের আল মুজলেসি ২৭ তম অধ্যায় পৃঃ ৪৪১) ইমাম মাহদী (আঃ) এর যুগে একজন মোমিন পূর্বদিকে থেকেও পশ্চিমে বসবাসকারী ভাইকে দেখতে পাবে আর পশ্চিমে বসবাসকারী ভাই পূর্বের দেশে বসবাসকারী ভাইকে দেখতে পাবে। আলহামদুলিল্লাহ্! সমগ্র বিশ্ববাসী এর সাক্ষী রয়েছে যে, খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জলসা সালানা দ্বারা ইসলামের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী খুব সুন্দর ভাবে পরিপূর্ণ হচ্ছে। অনুরূপভাবে আরও এক জায়গায় লেখা আছে যে, আরবী

ینادی مناد من السماء باسم
المهدی فیسمع من بالمشرق ومن
بالمغرب حتی لایبقی راقد الا استیقظ

অর্থ- ইমাম মাহদীর নাম নিয়ে আহ্বানকারী আহ্বান যখন করবে তখন তার ডাক পূর্বে ও পশ্চিমে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তি শুনতে পাবে। এবং এমন একটি সময় আসবে যখন নিদ্রারত অবস্থায় থাকা ব্যক্তি তার আওয়াজ শুনে জাগ্রত হয়ে যাবে।

এছাড়াও এই জলসা পৃথিবীর বিভিন্ন আত্মাকে বয়আতের মধ্য দিয়ে এক রজ্জুতে বেঁধে রাখছে। সুতরাং এই বিষয়ে হযরত শাহ্ রফিউদ্দিন সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, ইমাম মাহদীর যুগে যখন বয়আত করা হবে তখন আকাশ থেকে আওয়াজ আসবে

ھٰذا خلیفۃ اللہ المھدی فاسمعوا له واطیعو

অর্থ - এই খলিফা আল্লাহর মাহদীর খলিফা এর বয়আত কর এবং তাঁর আনুগত্য কর।

(কেয়ামতনামা পৃষ্ঠা-৪)

বয়আতের সুন্দর পরিবেশ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ এবং জলসা সালানা ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর বিজয়ের এক বিরাট নিদর্শন ও প্রমাণ। সুতরাং জলসা সালানা সৈয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার এবং জামাতে আহমদীয়ার উন্নতির মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এর পর ১৮৯৪ সনে আল্লাহতা'লা শুধুমাত্র নিজ কৃপায় ইমাম মাহদী সম্পর্কে আঁ হযরত (সাঃ) যে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা মর্যাদার সহিত পূর্ণ হয়ে সৈয়্যেদনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এর সত্যতার একটি নিদর্শন প্রকাশ পায়। আঁ হযরত (সাঃ) এর এই ভবিষ্যদ্বাণী স্বর্গীয় সাক্ষীরূপে উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এর সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে। কিন্তু যখন পৃথিবীবাসী এই ঐশী নিদর্শন থেকে শিক্ষা নিল না, তখন পূর্বের যুগের সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহদী (আঃ) এর যুগে প্লেগের রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা বলেন। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী কোরআন করীমেও আছে। এবং আঁ হযরত (সাঃ) ও এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

কোরআন করীমের সূরা নমলের ৮৩ নম্বর আয়াতে আছে-

"وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ
عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ
تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ

অর্থ- এবং যখন তাহাদের বিরুদ্ধে (পূর্ব বর্ণিত) কথা পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন আমরা তাহাদের জন্য ভূমি হইতে এক প্রকার কীট বাহির করিব, যাহা তাহাদিগকে জখম করিবে এই কারণে যে, মানুষ আমাদের নিদর্শন সমূহের উপর বিশ্বাস করিত না।

(সূরা নমল, আয়াত: ৮৩)

আর হাদিসে এই রকম বর্ণনা পাওয়া যায় যে, ইমাম মাহদী (আঃ) এর যুগে এমন এক ধরণের ভয়াবহ প্লেগ হবে যে, যদি কারো ঘরে ৭জন সদস্য থাকে তাহলে কমপক্ষে পাঁচ জনের মৃত্যু হবে। ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের পূর্বে দুই ধরণের মৃত্যু দেখা যাবে, (১) লাল রঙের মৃত্যু- (২) সাদা রঙের মৃত্যু। লাল মৃত্যুর অর্থ হল যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে মৃত্যু এবং সাদা মৃত্যুর অর্থ হল প্লেগ দ্বারা মৃত্যু। আর প্লেগ দ্বারা এত মৃত্যু হবে যে, যার ঘরে ৭জন মানুষ থাকবে তার মধ্যে ৫জনেরই মৃত্যু হবে।

(বাহারুল আনোয়ার পৃষ্ঠা ১৫৬, কামালুদ্দিন, মাতবুয়া- মাতবাউল হায়দারুল নাজফ)

সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর ইলহামের আলোকে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যুগেই ভারতবর্ষ ব্যাপি খুব বেশি প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়। অন্যদিকে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ)কে আল্লাহতা'লা জানিয়ে দেন যে, যে সমস্ত লোকেরা তোমার ঘরের চার দেওয়ালে মধ্যে থাকবে তারা যদি প্রতিষেধক নাও নেয় তাহলেও আল্লাহতা'লা তাদেরকে বাঁচাবেন। আর আল্লাহতা'লা স্পষ্টভাবে জনসমক্ষে দেখিয়ে দেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পরিবারের বা তাঁর সাথীদের মধ্যে একজনও প্লেগে মারা যাননি। এর বিপরীতে তাঁর (আঃ) বিরুদ্ধবাদী আলেমরা যারা মসীহ মাওউদ (আঃ)কে সর্বদা হাসি ঠাট্টা করত, তাদের মধ্যে অনেকেই প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এবং হুযুর (আঃ) যিনি, মসীহ্ ও মাহদী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং প্লেগ রোগ আসার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্লেগ রোগ আসল আর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর চার দেওয়ালের মধ্যে যারা ছিলেন সকলেই আল্লাহতা'লার ফজলে প্লেগ রোগ থেকে বেঁচে যান। আর পৃথিবীর বহু মানুষ এর সাক্ষী রয়েছে যে, এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ফলে অনেক লোক মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বয়আত করে তাঁর এই উন্নতির নিদর্শন রূপে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী! হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পবিত্র যুগে তিনি (আঃ) যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন জামাতের উন্নতির ব্যাপারে, তন্মোধ্যে একটি ভষ্যিদ্বাণী ছিল খিলাফত সম্পর্কে। যার কথা হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) 'আল-ওসিয়্যত' পুস্তকে লিখেছেন।

তিনি (আঃ) বলেন: তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরতকে দেখাও অত্যন্ত জরুরী। আর সেই কুদরতের আগমন তোমাদের জন্য অনেক ভালো কেননা, সেটা হবে চিরস্থায়ী, যার ধারা কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবেনা। আর দ্বিতীয় কুদরত ততক্ষণ পর্যন্ত আসবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি যাব। আর যখন আমি যাব তখন আল্লাহতা'লা দ্বিতীয় কুদরত তোমাদের জন্য পাঠিয়ে দেবেন। যেটি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকবে। যেমনটি খোদাতা'লা 'বারাহীনে আহমদীয়া'তের ঘোষণা দিয়েছিলেন, আর এই ঘোষণাটি আমার সম্বন্ধে নয় বরং সেটি তোমাদের জন্য ঘোষণা, যেমনটি খোদাতা'লা বলেছেন যে, এই জামাতকে অর্থাৎ যারা তোমার অনুগামী তাদেরকে

যুগ খলীফার বাণী

"আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভবান হবে।"

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

অন্যের উপরে কেয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করব।

(রিসালা 'আল ওসিয়্যত' পৃঃ ৪)

সুতরাং ২৭ শে মে ১৯০৮ সনে যখন জামাতে আহমদীয়ায় খিলাফতের সূচনা হয় তখন থেকে আজ ১১৩ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং পৃথিবী সাক্ষী রয়েছে যে, খিলাফতে আহমদীয়ার মধ্য দিয়ে জামাতে আহমদীয়া অতি দ্রুত গতিতে উন্নতির পথ অতিক্রম করেছে, যার উদাহরণ- আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কাদিয়ান থেকে বের হয়ে পৃথিবীর ২১৩টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আর এটার ঘোষণা আমাদের প্রিয় ইমাম সৈয়্যেদনা আমিরুল মোমিনীন খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) জলসা সালানা ইউ. কে. ২০১৯ সনের আগষ্ট বলেন,

"২০১৮-১৯ সনে পৃথিবীর ২১৩ টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং এর বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখন পর্যন্ত ইউ. এন. ও. তে ১৯৫ টি দেশের রেজিস্ট্রেশন আছে, কিন্তু এছাড়াও অনেক দেশ আছে যেগুলি ইউ. এন. ও. এর সঙ্গে যুক্ত নয়, কিন্তু তা সত্বেও সেগুলি স্বাধীন দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। হুযুর বলেন, ১৯৮৪ সনে যখন পাকিস্তানে অনেক কঠোর বিরোধীতার ফলে যুগ খলিফাকে হিজরত করতে হয়েছিল, তখন থেকে এখন পর্যন্ত ১২১ দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ ১৯৮৪ পর্যন্ত শুধুমাত্র ৯২টি দেশেই আহমদীয়াতের পয়গাম পৌঁছেছিল বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর হিজরতের পর ১২১ টি আরও অতিরিক্ত দেশে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৮৯ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত ৯৫ বছওে পৃথিবীর মাত্র ৯২ টি দেশে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আর হিজরতের পওে মাত্র ৩৭ বছরেই ১২১ টি অতিরিক্ত দেশে আহমদীয়াতের বীজ বপন হয়েছে। এই বিরাট বিজয় এই কথার সাক্ষ্য যে, হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) কে আল্লাহতা'লা যে বিজয়ের ঘোষণা দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেটা অতীব সত্য এবং এটা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতারও উজ্জ্বল নিদর্শন।

এছাড়াও হুযুর আনওয়ার বর্তমানে অর্থাৎ ২০২১ সনের জলসা সালানা ইউ. কে. এর সময় একবছরের মধ্যে জামাতে আহমদীয়ার যে অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে তার চিত্র যেভাবে তুলে ধরেছেন তা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং খিলাফতের সত্যতার জ্বলন্ত উদাহরণ এবং এই চিত্রটা এটাও বলে দেয় যে, সৈয়্যেদনা ও মাওলানা হযরত আকদাস মহম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) আগমণকারী ইমাম মাহদী (আঃ) এবং তাঁর বিজয় সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা অত্যন্ত সত্যতার সহিত পূর্ণ হচ্ছে।

হুযুর অনোয়ার (আইঃ) শুধুমাত্র এক বছরের জামাতীয় উন্নতির কথা বলতে গিয়ে বলেন যে, এক বছরে ৪০৩ টি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং ৮২৯ টি জায়গা এমন রয়েছে যেখানে জামাতের বৃক্ষ প্রথমবার রোপন করা হয়েছে। ২১১ টি নতুন মসজিদ তৈরী হয়েছে।

৯২ টি দেশে ৩৮৪ টি বই এবং লিফলেট ৩৯ টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ১২৩ টি নতুন মিশন হাউস তৈরী হয়েছে। পৃথিবীর ১০২টি দেশে জামাতের বিষয়ে খবর প্রচারিত এবং প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর ৯০ টি দেশের লাইব্রেরীতে জামাতের বই রাখা হয়। ১৯৭০ টি প্রদর্শনীতে জামাতীয় বইয়ের প্রদর্শন করা হয়। ১০৩ টি দেশে ৬৯ লক্ষেরও বেশি লিফলেট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

আলহামদুলিল্লাহ্ বর্তমান সময়ে এম. টি. এ. এর ৪ টি চ্যানেল চলছে, যার মাধ্যমে পৃথিবীর ১৭ টি ভাষাতে ২৪ ঘণ্টা ইসলামী প্রোগ্রাম দেখানো হচ্ছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

২৭ টি রেডিও স্টেশন চলছে এবং গত বছর শুধুমাত্র বুক ফেয়ার এর মাধ্যমে ২২ লাখ মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে আর হিউম্যানিটি ফার্স্ট ৩৪৫ টি মেডিক্যাল ক্যাম্প লাগিয়েছিল।

৭৫ হাজারেরও বেশি 'ওয়াকফে নও' এর আধ্যাত্মিক ফৌজ তৈরী হচ্ছে।

কম বেশি ৩০০০ ওয়াটারপাম্প লাগানো হয়েছে। পৃথিবীর ১২ টি দেশে ৬৮৫ টি স্কুল এবং হসপিটাল চলছে।

শুধুমাত্র ২০২০-২১ বর্ষে ১৮১১৭৯ টি নতুন বয়আত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্-

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী ! পরিশেষে হযরত আকদাস মসীহ মাওউ (আঃ) এর উন্নতির যে ভবিষ্যদ্বাণী সেই কথার সাথে সাথে একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনাও বর্ণনা করতে চাই যে, গত দুই বছর থেকে যখন থেকে করোনার মত বিশ্বব্যাপি মহামারীর সঙ্গে পৃথিবী সংগ্রাম করে চলেছে তখন পৃথিবীতে এমন কোন বিভাগ নেই যার অবনতি হয়নি- চতুর্দিকে জটিল পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে অন্যদিকে আল্লাহতা'লার বড় কৃপা যে, জামাতে আহমদীয়া প্রতিটি বিভাগে উন্নতি করে চলেছে। হযরত আমিরুল মোমেনীন (আইঃ) এর পক্ষ থেকে জামাতের উন্নতির রিপোর্টের যা কিছু চিত্র তুলে ধরা হল, তার থেকে এটা প্রমাণিত যে, আল্লাহতা'লা জামাতকে প্রতিটি পর্যায়ে প্রতি মুহূর্তে, উন্নতি প্রদান করেই চলেছেন। জামাতের জান ও মালের মধ্যে উন্নতি সাধিত হচ্ছে। আর পৃথিবীর এমন কোন অংশ নেই যেখানে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খিলাফতের ছত্রছায়া তলে থেকে আল্লাহতা'লার সাহায্য প্রাপ্তির বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত।

পরিশেষে সৈয়্যেদনা হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) এর দুটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন :

"নতুন পৃথিবী এবং নতুন আকাশ হবে" বর্তমানে সেই দিন অতি সন্নিকটে সত্যতার প্রকাশ পাচ্ছে যে সত্যের সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। আর ইউরোপবাসী সত্য খোদার সন্ধান পাবে। আর তারপরে তওবা (ক্ষমার) দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। কেননা, যারা প্রবেশ করবে তারা অত্যন্ত বেশি সংখ্যায় প্রবেশ করবে- কিন্তু তারাই বাকী থেকে যাবে যাদের অন্তরে বক্রতা থাকবে, কেননা তারা আলোকে নয় অন্ধকারকে ভালোবাসে। এটাও সম্ভব যে, সমস্ত দল উপদল শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু ইসলাম জীবিত থাকবে, সর্ব ধরনের যুক্তি প্রমাণ অস্ত্র সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামের ঐশী যুক্তি প্রমাণ শেষ হবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না দাজ্জালের দৌরাত্মকে টুকরো টুকরো করে না দেয়। আর সেই সময় অতি সন্নিকটে যখন প্রকৃত একত্ববাদের স্বীকারোক্তি যেটা জঙ্গল ও মরুভূমির মানুষেরা, যারা পৃথিবীর সমস্ত ধরনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তারাও নিজেদের মধ্যে একত্ববাদকে অনুভব করতে পারবে এবং তাদের মধ্যেও একত্ববাদ ছড়িয়ে পড়বে। আর সেই দিন না তো কোন কল্পিত প্রাঃশ্চিত্ত মতবাদ বাকি থাকবে আর না তো কোন ধরনের নিজ কল্পিত খোদা। আর খোদার একটি হাত সমস্ত ধরনের কুফর-এর যাবতীয় পরিকল্পনাকে বাতিল করে দিবে। আর এই কাজ সম্পাদন হবে না তো তলোয়ারের মাধ্যমে আর না তো বন্দুকের মাধ্যমে বরং আত্মাগুলিকে নিজ আলোদানের ফলে আত্মাগুলি সতেজতা ফিরে পাবে। তখন এই কথাগুলি যা আমি বলছি তা তোমরা বুঝতে পারবে।

(তাবলীগে রেসালাত ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪)

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন :

"খোদাতা'লা আমাকে বারবার এই খবর দিয়েছেন যে, তিনি আমাকে অনেক সম্মান দান করবেন, আর আমার ভালোবাসা মানুষের হৃদয়কে আপ্লুত করবেন। আর আমার জামাতকে সমগ্র পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেবেন এবং সমস্ত ধর্মের উপরে আমার জামাতকে বিজয় দান করবেন। আর আমার দলের লোকেরা জ্ঞান গরিমায় এত উন্নতি লাভ করবে যে, নিজের সত্যবাদীতার এবং দলিল ও প্রমাণ দ্বারা সকলের মুখ বন্ধ করে দিবেন। প্রত্যেকটি জাতি এই ঝরণা থেকে পানি পান করবে। এই জামাত অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাবে এবং খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবীর সমস্ত জায়গাতে ছড়িয়ে পড়বে। অনেক বাধা ও বিপত্তি আসবে, বিপদ আসবে কিন্তু সেগুলিকে মধ্য হতে আল্লাহতা'লা সরিয়ে দিয়ে নিজ অঙ্গীকারকে পূর্ণ করবেন খোদাতা'লা। এবং খোদাতা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তোমাকে আমি উন্নতির

শেষাংশ ১৮ পাতায়..

তার মধ্যে কোন দুর্বলতা থাকে না। উৎকর্ষের এমন পরাকাষ্ঠা অর্জনের পর যদি তার কোনও লেখনীতে স্থান কাল ও পাত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কুরআনের কিছু আয়াত চলে আসে অথবা অতীতের কিছু ঘটনা বা কথা বর্ণিত হয়, তবে তা আপত্তিকর হবে না। কেননা তার ভাষার মাধুর্যের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত যা নদীর ন্যায় স্রোতিস্বীনি এবং বাতাসের ন্যায় উচ্ছল। সে মানুষ নয়, অভিশপ্ত কীট, যে নিজে অযোগ্য হয়ে এমন ব্যক্তির বাগ্মীতা নিয়ে সমালোচনা করে, যে কি না বহু আরবী পুস্তক রচনা করে বাগ্মী ও সাবলীল আরবী ভাষার লেখনীর নিদর্শন প্রমাণ করে দেখিয়েছে। এবং প্রকাশ করেছে যে, তাকে গভীর সমুদ্রের ন্যায় বাগ্মী লেখনীর নিদর্শন প্রদান করা হয়েছে।

এদের স্বভাব সেই ব্যক্তির ন্যায়, যার মুখ দিয়ে فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ الۡخٰلِقِيۡنَ নিঃসৃত হয়েছিল আর দৈবক্রমে সেই আয়াতটিই যখন অবতীর্ণ হল, সে তখন ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ল।

এমন অপবিত্র প্রকৃতির মানুষ সব সময়ই দেখা যায় যারা খোদার বাণীর উপর আপত্তি করতেও ভীত হয় নি আর বিচারবুদ্ধিহীন হওয়া সত্ত্বেও অপরের সমালোচনা করা থেকে বিরত হয় নি। উদাহরণস্বরূপ যে সব অপবিত্র প্রবৃত্তির মানুষেরা আপত্তি করেছিল যে, কুরআন শরীফের সূরার কতিপয় বাক্য 'ইমরুল কায়েস'-এর রচনা সমগ্রের একটি কাসিদা থেকে উদ্ধৃত। অর্থাৎ সেই বাক্যগুলি সেই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের মনে এমন চিন্তা আসার কথা উচিত যে, কুরআন শরীফের সেই সব কাহিনী, অতীতের ধর্মগ্রন্থসমূহে যেগুলির বর্ণনায় অনেক বেশি বাক্যালংকারের ব্যবহার হয়েছে আর খোদা তালা সম্পর্কে যে তত্ত্বজ্ঞান ও সত্য এই গ্রন্থে নিদর্শনমূলক লেখনী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে তা আরবের কোনও কবির বাণী নয়। অতএব, এমন ব্যক্তি চাক্ষুষমান নয়, সে তো অন্ধ যে সেই উৎকর্ষকে দেখতে পায় না যা একটি নদীর ন্যায় প্রবাহিত। আর দু-একটি বাক্যে (আপাত) বৈপরীত্য দেখে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

এদের স্বভাব সেই ব্যক্তির ন্যায়, যার মুখ দিয়ে فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ الۡخٰلِقِيۡنَ নিঃসৃত হয়েছিল আর দৈবক্রমে সেই আয়াতটিই যখন অবতীর্ণ হল, সে তখন ধর্মচ্যুত হয়ে পড়েছিল। একথা ভেবে যে তার মুখ নিঃসৃত বাক্যকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন পীর মেহের আলি শাহ সাহেবের অপকর্মটি লক্ষ্যনীয়। তিনি নিজে সাড়ে বারো খণ্ডের পুস্তকের মোকাবেলায় একটি খণ্ডও লিখতে পারলেন না। এমন বৃহদাকার পুস্তক থেকে দুই-চারটি বাক্য বের করে বলে দিলেন যে, এগুলি অমুক পুস্তকে রয়েছে। ভেবে দেখুন, কি পর্যায়ের নোংরামি! কোন সাহিত্যজগতের মানুষ কি এটি পছন্দ করবে? সাহিত্যিকরা জানে যে, হাজার হাজার বাক্যের মধ্যে যদি দুই-চারটি বাক্য উদ্ধৃতি হিসেবে থাকে, তবে তাতে বাগ্মীতার শক্তির হেরফের হয় না, বরং এর প্রয়োগও এক প্রকারের শক্তি।

(নুযুলুল মসীহ, পৃ: ৪৪২)

পীর মেহের আলি শাহ কেবল মিথ্যাবাদীই নয়, ভীষণ নির্বোধও বটে।

ন্যায়পরায়ণ মানুষমাত্রই বুঝতে পারে যে, যে-ব্যক্তি এতকাল সময় পেয়েও নির্জনে এজাজুল মসীহ পুস্তকের নমুনা হিসেবে দুই চার পৃষ্ঠাও পেশ করতে পারে নি, সে লাহোরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেলে কি-ই বা লিখতে পারত! যে অতিশয় বৃদ্ধটি এত কিছু অবলম্বন করেও উঠে দাঁড়াতে পারে নি, সে অবলম্বন ছাড়া কিভাবে উঠে দাঁড়াতে পারে? মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সে নিজের স্থূলবুদ্ধিতাকে লুকোতো চাইছে। যেমন তেমন নয়, সে ভীষণ ধরণের মিথ্যাবাদী। যা সে পুনরায় এই পুস্তকে উল্লেখ করেছে যে সে না কি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী লাহোরে এসেছে আর আমি কাদিয়ান থেকে বেরই হই নি! তার এই শেষ মিথ্যাটিও আমি কোনও দিন ভুলব না। কিন্তু যারা তার ইশতেহার দেখেছে, তারা চাইলে সাক্ষী দিতে পারে যে, সে চরম ধূর্ততায় মোকাবেলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

(নুযুলুল মসীহ, পৃ: ৪৪৩)

এরাই হল এ দেশের গদ্দীনশীন, যারা চিরকালের তরে নিজেদের মুখে কলঙ্ক লেপন করেছে।

এজাজুল মসীহ পুস্তকটির মাধ্যমে পীর মেহের আলি সাহেবকে পুনরায় এই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যে, যদি সম্ভব হয় তো এখনও তিনি নিজের পাণ্ডিত্য দিয়ে আমার সেই মর্যাদাকে মিটিয়ে দিন, যার কারণে হাজার হাজার মানুষ বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। কিন্তু তিনি একেবারেই নির্বাক থাকলেন, সেই মূক ব্যক্তির ন্যায় যার সঙ্গে ইশারা ইঙ্গিতে কথা বলাও কঠিন। আর যদি বলেও থাকেন, তবে তা এই যে, দু'শ পৃষ্ঠার পুস্তক থেকে দু-চারটি বাক্য বের করে দাবি করে বসলেন, এগুলি 'মাকামাতে হারীরী' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে চুরি করা আর লিপিকারের দু-একটি ভুলকে ব্যকরণের ভুল আখ্যায়িত করলেন, উপরন্তু নিজের মূর্খতার কারণে আরবীর বাগ্মী ও সাবলীল বিন্যাস-শৈলীকে ভুল বলে মনে করলেন। এরাই হল এদেশের গদ্দীনশীন যারা অহেতুক মৌলবীর নাম ধারণ করে চিরকালের তরে নিজেদের চেহারাকে কালিমালিপ্ত করেছে।

(নুযুলুল মসীহ, পৃ: ৪৪৪)

ইনি মেহের আলি নন, মোহর আলি।

যদিও তার নাম মেহের আলি, কিন্তু আসলে তিনি মোহর আলি। কেননা তিনি পরাজিত হয়ে ও নীরব থেকে এজাজুল মসীহ পুস্তকের নিদর্শন হওয়ার বিষয়ে মোহর লাগিয়েছেন।

(নুযুলুল মসীহ, পৃ: ৪৩২)

এখন কুরআনের নিগূঢ় জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শিতার বিষয়ে কারো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি নেই।

আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী হল ঐশী নিদর্শন যা বারাহীনে আহমদীয়ার ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেটি হল - اَلرَّحۡمٰنُ عَلَّمَ الۡقُرۡاٰنَ। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের জ্ঞান (দান)-এর প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি তিনি এমনভাবে পূর্ণ করেছেন যে, এখন কারো কুরআন শরীফের তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি নেই। আমি সত্যি সত্যি বলছি, এ দেশের সকল মৌলবীদের মধ্য থেকে কোনও মৌলবী যদি আমার সঙ্গে কুরআন করীমের জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শিতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী হয় আর আমি কোন সূরার তফসীর লিখি আর অপরদিকে কোন বিরুদ্ধবাদী সেই সূরা তফসীর লিখে তবে সে যারপরনায় লাঞ্ছিত হবে, সে আমার মোকাবেলা করতে পারবে না। এই কারণেই বার বার পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও মৌলবী এ দিকে মনোযোগ দেয় নি। অতএব, এটি একটি মহান নিদর্শন, কিন্তু তাদের জন্য যারা ন্যায়পরায়ণ ও ঈমানদার।"

(রূহানী খাযায়েন, ১১তম খণ্ড, পৃ: ২৯১)

তিনি আরও বলেন- এই ইলহাম অনুযায়ী খোদা আমাকে কুরআন করীমের জ্ঞান দান করেছেন এবং আমার নাম 'প্রথম মোমিন' রেখেছেন। তিনি আমাকে সমুদ্রের ন্যায় মা'রেফাত ও তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ করে দিয়েছেন। এবং বার বার ইলহামের মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছেন যে, বর্তমান যুগে ঐশী-জ্ঞান, ঐশী-প্রেম ও তত্ত্বজ্ঞানে আমার সমকক্ষ আর কেউ নেই।

(জরুরাতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ৫০২)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

আমি সেই খোদার নামে শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আমাকে কুরআনের মা'রেফাত ও তত্ত্বদর্শিতায় প্রত্যেক আত্মার (জীবিত ব্যক্তি) উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমনটি আমি কুরআনের তফসীর লেখার জন্য বার বার আহ্বান করেছি, তাই যদি কোন বিরুদ্ধবাদী মৌলবী আমার মোকাবেলায় দাঁড়াত, তবে খোদা

তা'লা তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করত। অতএব, কুরআন করীমের যে বোধগম্যতা আমাকে দান করা হয়েছে তা মহাসম্মানীত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন।

(সীরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ৪১)

আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমাকে বোধগম্যতা দান করা হয়েছে। আর সেই সম্মানীয় নামের অধিকারী যখন চান আমার নিকট কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান উন্মোচন করেন। এবং কিছু আয়াতের প্রকৃত অর্থ প্রমাণ সহকারে আমার নিকট প্রকাশ করেন এবং উত্তপ্ত লৌহ শলাকার ন্যায় তা আমার অন্তরে প্রবিষ্ট করে দেন। এখন সেই খোদা প্রদত্ত নেয়ামতকে কিভাবে ত্যাগ করতে পারি? যে কল্যাণরাজি আমার উপর বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষিত হচ্ছে তা আমি কিভাবে অস্বীকার করি?

(মুবাহাসা লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১)

আমি সত্যান্বেষীদের জন্য পুনরায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি যে, যদি তারা এখনও না বুঝে থাকে তবে নতুন করে আশ্বস্ত হন। আর তারা যেন স্মরণ রাখে যে, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ছয় প্রকারের নিদর্শন আমার সঙ্গে রয়েছে। ১ম- যদি কোন মৌলী আরবীর বাগ্মীতার বিষয়ে আমর পুস্তকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় তবে সে অপদস্ত হবে। আমি প্রত্যেক দাম্ভিককে অধিকার দিচ্ছি সে এই আরবী পত্রের মোকাবেলায় পুস্তক প্রকাশ করুক। সে যদি এই আরবী পত্রের মোকাবেলায় পদ্য ও গদ্য সম্বলিত কোন পুস্তিকা রচনা করতে পারে আর একজন আরবী ভাষী আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তার সত্যায়ন করতে পারে তবে আমি মিথ্যাবাদী। ২য়- এই নিদর্শনটি যদি স্বীকার্য না হয়, তবে আমার প্রতিপক্ষ সামনে বসে কুরআনের যে কোনও সূরার তফসীর লিখে দেখাক। অর্থাৎ সামনে এক জায়গায় বসে কুরআনের যে কোনও একটি পৃষ্ঠা পাল্টে তার প্রথম যে সাতটি আয়াত বের হবে সেগুলির তফসীর আমিও আরবীতে লিখব আর আমার প্রতিপক্ষও লিখবে। অতঃপর আমি যদি কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনার বিষয়ে সুস্পষ্টরূপে জয়ী না হই, তবুও আমি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব।"

(রূহানী খাযায়েন, ১১ খণ্ড,পৃ: ৩০৪)

মোকাবেলার আহ্বান এবং জামাতের উন্নতির মহান ভবিষ্যদ্বাণী।

ভবিষ্যতে এই জামাতই ইসলাম নামে পরিচিত হবে অর্থাৎ সিলসিলা আলিয়া আহমদীয়া।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের সত্যতা প্রমাণের জন্য সকল পথ অবলম্বন করেছেন। সকল উপায়ে তাদের বুঝিয়েছেন এবং মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছেন। নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি বিরোধীদের মোকাবেলার জন্য আহ্বান করেন নি, বরং উদ্দেশ্য ছিল যাতে এই উপায়ে মানুষ সত্যকে পেয়ে যায়। তিনি (আ.) কুরআন করীমের তফসীর রচনা করার মোকাবেলার আহ্বান করেন। নিদর্শন প্রকাশ এবং দোয়া গ্রহণীয়তার মোকাবেলার আহ্বান করেন। নীচে তাঁর একটি ঈমান উদ্দীপক রচনা তুলে ধরা হল। তিনি বলেন–

' জানি না আমার বিরোধীতার জন্য তারা এত দুর্ভোগ পোহাচ্ছে কেন? আকাশের নীচে আমার মত যদি আরও কেউ সমর্থন প্রাপ্ত থাকে আর আমার মসীহ মওউদ হওয়ার দাবীকে অস্বীকার করে, তবে সে আমার মোকাবেলায় কেন সামনে আসে না? মহিলাদের মত কথা বানাতে কে পারে না? নির্লজ্জ অস্বীকারকারীরা সব সময় এমনটিই করে এসেছে; কিন্তু আমি যখন ময়দানে রয়েছি আর ত্রিশ হাজারের বেশি বিদ্বান, উলেমা, ফকির এবং বুদ্ধিজীবিদের জামাত আমার সঙ্গে রয়েছে আর বৃষ্টির ন্যায় ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে, তবে কি কেবল মুখের ফুৎকারে এই ঐশী জামাত ধ্বংস হতে পারে? কখনো ধ্বংস হবে না। ধ্বংস সেই হবে যে খোদার ব্যবস্থাপনাকে ধ্বংস করতে চায়। (১) খোদা তা'লা আমাকে কুরআনে তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন। (২) খোদা আমাকে কুরআনের ভাষায় সম্মান দান করেছেন। (৩) খোদা আমার দোয়ায় সব থেকে বেশি গ্রহণযোগ্যতা রেখেছেন। (৪) খোদা আমাকে ঐশী নিদর্শন দান করেছেন। (৫) খোদা আমাকে পার্থিব নিদর্শন দিয়েছেন। (৬) খোদা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তোমার সঙ্গে মোকাবেলাকারী প্রত্যেক ব্যক্তি পরাজিত হবে। (৭) খোদা আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তোমার অনুসারীরা চিরকাল নিজেদের সত্য প্রমাণের বিষয়ে জয়ী থাকবে এবং পৃথিবীতে প্রায় তারা এবং তাদের বংশধরেরা বড় বড় সম্মান লাভ করবে যাতে তাদের কাছে প্রমাণিত হয় যে, যে খোদার পক্ষ থেকে আসে সে কোন ক্ষতির মুখে পড়ে না। (৮) খোদা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত আর যতদিন পর্যন্ত পৃথিবী রয়েছে আমি তোমাকে আশিসের পর আশিস দান করব, এত বেশি যে, বাদশাহরা পর্যন্ত তোমার বস্ত্রাঞ্চল থেকে আশীর্বাদ যাচনা করবে। (৯) খোদা আজ থেকে কুড়ি বছর পূর্বে আমাকে সুসংবাদ দান করে বলেন যে, তোমাকে অস্বীকার করা হবে আর মানুষ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে; কিন্তু আমি তোমাকেগ্রহণ করব এবং প্রবল শক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তোমার সত্যতা প্রকাশ করে দিব। (১০) এবং খোদা আমাকে প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, তোমার আশিসের নুর পুনরায় প্রকাশ করার জন্য তোমার মধ্য থেকে এবং তোমার বংশধরদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তিকে দাঁড় করানো হবে যার মধ্যে আমি রুহুল কুদুসের বরকত ফুৎকার করব। সে পবিত্র ও খোদার সঙ্গে পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনকারী হবে এবং সত্যের বিকাশ স্থল ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে যেন খোদা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন।

দেখ! সেই যুগ সন্নিকটে বরং অচিরেই খোদা প্রবলভাবে পৃথিবীতে এই সিলসিলার গ্রহণযোগ্যতা বিস্তার করবেন এবং এই জামাত পূর্ব–পশ্চিম এবং উত্তর–দক্ষিণে বিস্তৃত হবে আর পৃথিবীতে ইসলামে নামে কেবল এই জামাতটিই থাকবে। এগুলি মানুষের কথা নয়। এগুলি সেই খোদার ওহী যাঁর কাছে কোন বিষয় অসম্ভব নয়।

(তোহফা গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–১৭, পৃষ্ঠা: ১৮১)

খোদার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না! আমাকে ধ্বংস করা তোমাদের কাজ নয়।

আমি যতটা পিছনে যেতে চাই খোদা তা'লা ততটাই আমাকে সামনে টেনে আনেন। 'আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং আমার আসমানী সৈন্যদল তোমার সঙ্গে রয়েছে'– এই মর্মে আমাকে আশ্বস্ত করা হয় না, এমন রাত্রি বিরলই অতিবাহিত হয়। যদিও সেই সমস্ত মানুষ যাদের অন্তর পবিত্র, তারা মৃত্যুর পর খোদার দর্শন লাভ করবে; কিন্তু আমি সেই পবিত্র মুখের কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এখনও তাঁর দর্শন লাভ করছি। পৃথিবী আমাকে চেনে না; কিন্তু তিনি চেনেন যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। এটি তাদের ভুল এবং দুর্ভাগ্য যে, তারা আমার বিনাশ চায়। কিন্তু আমি সেই বৃক্ষ যাকে সত্য–প্রভু স্বহস্তে রোপন করেছেন। আর যারা আমাকে কর্তন করতে চায় তাদের ফলাফল এটাই যে তারা কারুন ইহুদী, ইসকারতি আর আবুজেহেলে থেকে অংশ পেতে চায়। আমি প্রতিদিন এর জন্য অশ্রুপাত করে চলেছি যে, কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসুক আর নবুয়তের পদ্ধতিতে আমার সঙ্গে মীমাংসা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করুক, তারপর দেখুক যে, খোদা কার সঙ্গে আছেন। কিন্তু এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া কোন নপুংসকের কাজ নয়। অবশ্য গোলাম দাস্তগীর আমাদের পাঞ্জাবে কুফরের সেনাদলের একটি সিপাহী ছিল যে কাজে এসেছে। কিন্তু এখন এদের মধ্য থেকে তার তুল্য কেউ বেরিয়ে আসা কার্যত অসম্ভব। হে মানব মণ্ডলী! শুনে রাখ যে, আমার হাতে সেই হাত রয়েছে, যা শেষ সময় পর্যন্ত আমার সঙ্গ দেবে ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। যদি তোমাদের পুরুষ, তোমাদের মহিলা আর তোমাদের যুবক ও বৃদ্ধ, এবং তোমাদের ছোট ও বড় সকলে মিলে আমার ধ্বংসের জন্য দোয়া কর আর সেজদা করতে করতে নাক ক্ষয় করে ফেল আর তোমাদের হাত অবশ হয়ে যায় তবুও খোদাতা'লা কখনই তোমাদের দোয়া শুনবেন না। আর খোদাতা'লা থেমে থাকবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজের র কাজ সম্পূর্ণ না করেন। আর মানুষের মধ্য থেকে যদি একজনও আমার সঙ্গে না থাকে, তবে খোদা তা'লার ফেরেশতারা আমার সঙ্গে থাকবেন। আর তোমরা যদি সাক্ষ্য গোপন কর তবে, খুব সম্ভব প্রস্তরখণ্ড আমার সপক্ষে সাক্ষী দান করবে। অতএব, নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করো না। মিথ্যাবাদী ও সত্যবাদীদের মুখ (ভাষা) সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। খোদা তা'লা কোন বিষয়কে অসম্পূর্ণ ফেলে রাখেন না। আমি সেই জীবনের প্রতি অভিসম্পাত করি যা মিথ্যা ও বানোয়াটকে সমর্থন করে, আর সৃষ্টির ভয়ে ভীত হয়ে স্রষ্টাকে এড়িয়ে চলার অবস্থাও আমার নিকট অভিশাপতুল্য।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কুরআনের প্রতি ভালবাসা।

জলসা সালানা কাদিয়ান,২০২১-এর বক্তব্য

-আতা ইলাহি আহসান গৌরী।

ধর্ম জগতের ইতিহাসে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার সময়টুকুর এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই সময়ের মধ্যেই ভারতে একদিকে প্রমূখ ধর্মসমূহের মাঝে তুমুল তর্কযুদ্ধ চলছিল। অপরদিকে বিজ্ঞানের বিপ্লব ও নবগজাগরণের পরিণামে ধর্ম ও জাগতিকতা, চিন্তাধারার পার্থক্য নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিল। অনুরূপভাবে ছিল ইসলামের উপর খৃষ্টধর্ম, ব্রহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের সম্মিলিত আক্রমণ। কিন্তু মুসলমানদের এমনই দুর্দশা ছিল যে অধিকাংশ উলেমারা ইসলামের এই বাহ্যিক বিপদ নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন ছিল না, বরং তারা ধরে নিয়েছিল যে অভ্যন্তরীণ দলাদলি ও বিবাদই তাদেরকে মুক্তি দিবে। যেমনটি করে সমুদ্রের উত্তাল জলরাশির বিশাল বিশাল তরঙ্গ নিজেদের পারস্পরিক সংঘর্ষে ফেনা হয়ে জলে বিলীন যায়, ঠিক তেমনি ইসলামের চার দেওয়ালের মাঝে নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত থেকে নিজেদের ধ্বংস করে ফেলাই হল জিহাদ; ইসলামের নেতারা যেন এমনটিই ধরে নিয়েছিল। এছাড়াও ছিল আরও একটি দল যারা নিকাহ-বিতর্ক, ফাতেহাখানির শিরনি, ইউসুফ ও জুলেখার কাহিনী এবং জিন্নদের বোতলবন্দি করার দাবি নিয়ে গ্রাম্য পরিবেশের বিনোদনে এক রঙিন মাত্রা যোগ করছিল। ইসলাম এবং কুরআন করীমের কি দুর্দশাই না হচ্ছিল আর আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর উপর কিরূপ অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা হচ্ছিল তার খবর হয়তো সেই সব জিনেদের কাছেও ছিল না যাদেরকে এরা বোতলবন্দি করার ভান করছিল।

ইসলামের জন্য উদ্বেগ, আশঙ্কা ও বিষন্নতার এই আঁধারেই ইসলামের ভাগ্যাকাশে আশার আলো নিয়ে আহমদীয়াতের উদয় হল। কাদিয়ানের এই পবিত্র পুণ্যভূমিতেই এ যুগের মহান সংস্কারক এই ছোট্ট ও অখ্যাত সমাজে জীবনের চল্লিশটি বছর পিতৃগৃহে কিম্বা মসজিদের কোন এক নির্জন কোণে গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন, ইসলামের সেই জ্যোতির্ময় চেহারা যার আধ্যাত্মিক আভায় তেরোশ বছর পূর্বে এক জগত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, আজ তা মলিন হয়ে পড়েছে। এই দৃশ্য দেখে তাঁর অন্তরের অব্যক্ত বেদনা উথলে উঠল আর নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজতে করতে শুরু করল। কিন্তু তিনি সেই বেদনা প্রকাশ হতে দিলেন না, বরং গলিত বেদনাকে কাগজের পাতায় ঢেলে রচনা করলেন যুগান্তকারী পুস্তক 'বারাহীনে আহমদীয়া।'

বারাহীনে আহমদীয়া কি ছিল? এটি ছিল এক স্বর্গীয় বিগুল যার ফুৎকার ধর্মীয় জগতকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল। হিন্দুস্তানের প্রান্তে প্রান্তে স্বপ্নবিভোর মুসলিমরা তখন ঘুম থেকে জেগে আড়িমুড়ি নিতে শুরু করেছিল আর তারা একথাই বলাবলি করছিল যে, মহম্মদের কুঞ্জকাননে এক দীপ্ত কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে। বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশিত হওয়ায় মুসলমানেরা আনন্দ উদযাপন করছিল। চারিদিক থেকে সাধুবাদ ও প্রীতিসম্ভাষণ আসতে শুরু করেছিল। কেউ লিখল, বারাহীনে আহমদীয়ার রচয়িতা ইসলামের যে সেবা করেছেন তা বিগত তেরোশ বছরে কেউ করে নি। কেউ অনুরোধ করে বসল, 'খোদার দোহাই! তুমি আমাদের পরিত্রাতা হও।' কুরআনের যুক্তি-প্রমাণ সংবলিত ইসলামী-বিশ্বকোষ রূপী বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থটি মুসলমানদের জ্ঞানীজনদের মাঝে ব্যপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু অপর দিকে ইসলামের শত্রুদের উপর যেন শোকের ছায়া নেমে আসে।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! ইনিই সেই পারস্য বংশোদ্ভূত ব্যক্তি ছিলেন যাঁর সম্পর্কে হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন-

لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا
لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ

অর্থাৎ 'ঈমান যদি সপ্তর্ষি মণ্ডলে উঠে যায় তবে সেই ঈমানকে এঁদের মধ্যে থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনবেন।

(বুখারী, কিতাবুত তফসীর)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-হাদীসে একথার উল্লেখ আছে যে, শেষ যুগে কুরআন করীম ধরাপৃষ্ঠ থেকে তুলে নেওয়া হবে এবং কুরআনের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে, হৃদয় থেকে ঈমানের তেজদীপ্ততা ও কোমলতা হারিয়ে যাবে। অতঃপর এই হাদীসগুলির মধ্যে এই হাদীসও রয়েছে যে, ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে গিয়ে আটকে যায় অর্থাৎ পৃথিবীতে এর নাম-চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে, তবে পারস্য বংশোদ্ভূত এক বা একাধিক ব্যক্তি তা উদ্ধারে এগিয়ে আসবে এবং সেই সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এখন তোমরা নিজেরাই অনুধাবন করতে পার যে, এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, যখন অজ্ঞতা, ঈমানশূন্যতা এবং বিপথগামিতার প্রসার ঘটবে, অপর হাদীসে যার উপমা দেওয়া হয়েছে ধোঁয়ার সঙ্গে, এবং ধরাপৃষ্ঠে প্রকৃত ঈমান এমনভাবে হারিয়ে যাবে যেন তা আকাশে উঠে গিয়েছে, আর কুরআন করীম এমনভাবে পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে যেন তা খোদার পক্ষ থেকে তুলে নেওয়া হবে।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৫)

তিনি বলেন: যখন এই অবস্থা হবে, তখন পারস্য বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি এসে ধর্মকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন এবং কুরআন ও ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং কুরআনের হৃত গৌরব, বিস্মৃত পথ-প্রদর্শন এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলে উঠে যাওয়া ঈমানকে পুনরায় পৃথিবীর বুকে প্রসারিত করবেন।"

নিজেকে কুরআনের সেবক এবং নিজের আগমণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'খোদা তা'লা আমাকে আবির্ভুত করেছেন যাতে আমি সেই সুপ্ত ধনভাণ্ডার পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত করি এবং সেই সব অত্যুজ্জ্বল মণিমানিক্যগুলিকে অপবিত্র আপত্তিসমূহ থেকে মুক্ত করি যা এগুলির উপর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। খোদা তা'লার আত্মাভিমান এখন ভীষণভাবে উদ্বেলিত হচ্ছে। তিনি কুরআন শরীফের সম্মানকে প্রত্যেক অপবিত্রত শত্রুর আপত্তি থেকে পবিত্র করতে চান।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮)

খোদা প্রদত্ত কুরআনের নিগূঢ় জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শিতার মাধ্যমে একদিকে তিনি অন্যান্য ধর্মসমূহের ভ্রান্ত মতবাদ যেমন- ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকা, ত্রিত্ববাদ, হযরত ঈসা (আ.)-এর খোদার পুত্র হওয়া, কাফফারা, পুনর্জন্ম, আত্মা ও বস্তুসমূহের অমর হওয়া প্রভৃতিকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করেন; অপরদিকে মুসলমানদের ত্রুটিপূর্ণ মতবাদের সংশোধন করে ঈসা (আ.)-এর জীবন, নবুয়্যতের নিরবিচ্ছিন্নতা, নবীগণের নিষ্কলুষতা, ঈসা (আ.)-এর অবতরণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর কুরআনের সাক্ষ্যপ্রমাণসহকারে আলোকপাত করেন। এছাড়া 'ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী' হিসেবে কুরআন করীমের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কুপ্রথাগুলির অবসান ঘটান। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে কুরআনের সেবক হিসেবে বাগ্মী আরবী ভাষা শেখান যার ফলে তিনি কুড়িটির বেশি আরবী পুস্তক রচনা করেন, যার মধ্যে সূরা ফাতিহার তফসীর সম্বলিত এজাজুল মসীহ অন্যতম।

হুযুর (আ.) এই তফসীর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে বলেন-

"যদি বিরুদ্ধবাদী উলেমা, বিজ্ঞ, ফিকাহবিদ আর তাদের পিতৃপুরুষেরা সম্মিলিত হয়ে এই তফসীর সদৃশ তফসীর রচনা করতে চান তবে তারা কখনই তা পারবেন না।"

(এজাজুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৫৬)

এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আরব ও অনারব, কোনও সাহিত্যিক ও বিদ্বান এই তফসীর সদৃশ তফসীর লেখার সাহস করে নি। তিনি আশিটির বেশি পুস্তকে কুরআন মজীদের এমন নিগূঢ় জ্ঞান ও তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন, অন্যান্য তফসীরে যার লেশমাত্র পাওয়া যায় না।

তিনি বলেন- "আমি ইতিপূর্বে লিখেছি যে, কুরআন শরীফের বিস্ময়কর রহস্যাবলী প্রায়শই ইলহামের মাধ্যমে আমার নিকট প্রকাশিত হতে থাকে আর তা অধিকাংশই এমন যে অন্য কোনও

তফসীরে যার নাম চিহ্ন পাওয়া যায় না। যেমন এই অধমের নিকট এই রহস্য উন্মোচিত হয়েছে যে, আদমের সৃষ্টি থেকে আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়েছিল তা কমরী হিসেবে সূরা আসরের বর্ণমানের সমষ্টির সমান। অর্থাৎ চার হাজার সাতশ চল্লিশ বছর। কেউ বলুক যে, কুরআনের এই সূক্ষ্মদর্শিতা কোন্ তফসীরে লেখা রয়েছে যার মধ্যে কুরআনের এমন নিদর্শন স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়?"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৮)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর আবির্ভাবের পূর্বে কুরআন করীম সম্পর্কে মুসলমানদের এই বিশ্বাস ছিল যে, কুরআন শরীফের কতিপয় আয়াত অন্য আয়াতের বিলোপকারী এবং কতিপয় আয়াত বিলুপ্ত। উলেমাদের মতে বিলুপ্ত আয়াতের সংখ্যা ছিল পাঁচশ। যদিও উলেমারা কোনওভাবে সামঞ্জস্য তৈরী করে আয়াতের সংখ্যা কম করতে চেষ্টা করেছেন, আর সেই চেষ্টায় তারা সফলও হয়েছেন। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর আবির্ভাব পর্যন্তও এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয় নি। এমনই পাঁচটি আয়াত থেকে গিয়েছিল যেগুলি উলেমাদের মতে বিলুপ্ত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করেন। তিনি বলেন-

"আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফ হল শেষ ঐশী গ্রন্থ। এর শরীয়ত বিধান, কুরআন নির্ধারিত সীমা এবং বিধিনিষেধ থেকে একটি বিন্দু বিসর্গও কমবেশি হতে পারে না। আর এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআনের আদেশের সংশোধন বা বিলোপ করতে পারে বা কোন আদেশের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারে। কেউ যদি এমন চিন্তাধারা পোষণ করে, তবে আমার মতে সে অধার্মিক ও অবিশ্বাসী, মোমেনদের জামাতে তার স্থান নেই। "

(ইযালায়ে আওহাম, ১ম ভাগ, পৃ: ১৭০)

হযরত মিঞা আব্দুল্লাহ্ সানুরী সাহেব (রা.)এর পক্ষ থেকে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন-

"আমি একবার হযরত সাহেবের নিকট নিবেদন করি যে, হুযুর! আমি যখন কাদিয়ান আসি, তখন কোন বিশেষ অনুভুতি হয় না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে, এখানে মাঝে মাঝে সহসায় আমার নিকট কুরআনের কতিপয় আয়াতের অর্থ প্রকাশ হতে থাকে আর আমি অনুভব করি যে, আমার হৃদয়ে যেন একটি পুঁটলি ফেলে দেওয়া হয় যার মধ্যে কুরআনের শব্দার্থ আছে। হযরত সাহেব বললেন, আমাকে কুরআন শরীফের তত্ত্বজ্ঞান সহকারে আবির্ভুত করা হয়েছে আর এর সেবা করা আমার কর্তব্য হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। তাই আমার সহচার্যে এর এই উপকারই হওয়া উচিত।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম ভাগ, পৃ: ৯০)

এখন আমি হুযুর (আ.)-এর জীবনের সেই দিকটির উপর আলোকপাত করব যা থেকে কুরআনের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা প্রকাশ পায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর কবিতায় বলেন-

দিল মেঁ এহী হ্যায় হরদম তেরা সহীফা চুমুঁ/ কুরআন কি গিরদ ঘুমুঁ কাবা মেরা এহী হ্যায়।

অর্থ: মনের মধ্যে সব সময় এই বাসনা রয়েছে কুরআনকে চুম্বন করি আর একে প্রদক্ষিণ করি, এটিই আমার কাবা।'

কুরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'লার বাণী হওয়ার কারণে এর প্রতি হুযুর (আ.)-এর অকৃত্রিম ও সহজাত ভালবাসা ছিল। আর ভাষা ও অর্থগত দিক থেকে অতুলনীয় সৌন্দর্যের কারণেও তাঁর এর প্রতি ভীষণ ভালবাসা ছিল। যেমনটি উপরোক্ত কবিতায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হে আমার স্বর্গীয় প্রভু, তোমার পক্ষ থেকে আসা এই পবিত্র গ্রন্থকে বার বার চুম্বন করতে এবং একে ঘিরে প্রদক্ষিণ করতে আমি ব্যকুল হয়ে থাকি। তিনি কুরআনের ভাষা ও অর্থগত সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করে বলেন-

"নিশ্চিত জানিও, আমরা যেমন চোখ ছাড়া দেখি না, কান ছাড়া শুনি না, জিহ্বা ব্যতীত কথা বলতে পারি না, তেমনই সম্ভব নহে যে, আমরা কুরআন ব্যতিরেকে সেই প্রিয় মুখের দর্শন করতে পারি। আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হয়েছি। কিন্তু আমি এমন কাউকেও পাই নি, যে কুরআন করীমের পবিত্র প্রস্রবণ ব্যতীত এই অবধারিত মা'রেফাতের (তত্ত্বজ্ঞানের) পেয়ালা পান করেছে।"

(ইসলামী নীতি দর্শন,রূহানী খাযায়েন,১০ম খণ্ড, পৃ: ৪৪২)

তিনি (আ.)তাঁর রচনা কিশতিয়ে নূহ-তে কুরআন করীমকে মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করা এবং এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং এর যাবতীয় আদেশ শিরোধার্য করার বিষয়ে বলেন-

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট্ট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সব গ্রন্থই ইহার প্রতিচ্ছবি ছিল।

সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে সহিত গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই। কেননা, যেমন খোদাতালা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِي الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ 'সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফে নিহিত আছে", এ কথাই সত্য। আফসোস সেই লোকদের জন্য, যাহারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়। কুরআন শরীফ তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস। তোমাদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যাহা কুরআন শরীফে পাওয়া যায় না। 'কেয়ামতের' দিবসে কুরআন শরীফই তোমাদের 'ঈমানের' সত্যাসত্যের মানদন্ড হইবে। কুরআন শরীফ ব্যতীত আকাশের নীচে অন্য কোন গ্রন্থ নাই যাহা কুরআন শরীফের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া তোমাদিগকে 'হেদায়াত' দান করিতে পারে। খোদাতালা তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেকে দান করিয়াছেন। তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। এই যে হেদায়াত ও নেয়ামত তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে, তাহা যদি ইহুদীদিগকে তওরাতের বদলে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের কোন কোন ফেরকা কেয়ামতের অস্বীকারকারী হইত না। সুতরাং তোমরা এই নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা অতি প্রিয় নেয়ামত। ইহা এক মহা সম্পদ। যদি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত তাহা হইলে দুনিয়া এক অপবিত্র মাংসপিন্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। কুরআন শরীফ এমন একখানা গ্রন্থ, যাহার তুলনায় অন্য সকল হেদায়াতই তুচ্ছ "

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২৫-২৬)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী ও মালফুযাত অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, তিনি নিজেই কেবল কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করতেন না, বরং অন্যদেরকেও বার বার কুরআন মজীদ পাঠ করার এবং অপরকে শোনানোর উপদেশ দিতেন। বর্ণিত আছে যে একবার এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, হুযুর! কুরআন শরীফ কিভাবে পাঠ করা উচিত? হুযুর (আ.) বলেন-

"কোরআন শরীফকে গভীরভাবে মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত। হাদীস শরীফে এসেছে رُبَّ قَارِءٍ يَلْعَنُهُ الْقُرْاٰنُ- অর্থাৎ কুরআন পাঠকারী অনেকে এমন আছে যাদের উপর কুরআন অভিশাপ প্রেরণ করে থাকে। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তার উপর আমল করে না তার উপর কুরআন লানত প্রেরণ করে থাকে। তেলাওয়াত করার সময় যখন রহমত সম্পর্কিত আয়াত আসে তখন খোদা তা'লার নিকট যেন রহমত (করুণা) নিবেদন করা হয়। আর যেখানে আযাবের উল্লেখ আছে সেখানে খোদা তা'লার আযাব থেকে পরিত্রাণের জন্য তার শরণাপন্ন হওয়ার আকুতি জানানো এবং মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৫৭)

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, "কুরআন করীম দুঃখের পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমরাও একে ভাবাবেগের সাখে পাঠ কর।"

(মালফুযাত তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৫৭)

"এখন সব কিতাব ত্যাগ করে দিবা-রাত্রি কেবল ঐশীগ্রন্থ (কুরআন) পাঠ কর। চরম অধার্মিক সেই ব্যক্তি যে কুরআন করীম এর প্রতি মনোযোগ না করে বাকি গ্রন্থগুলির প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে। আমাদের জামাত এর উচিত কুরআন করীম-এর গবেষণায় আন্তরিকভাবে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া এবং হাদীসের প্রতি ব্যস্ততাকে পরিত্যাগ করা। বড় অবাক লাগে যে কুরআন করীমের প্রতি সেই মনোযোগ এবং গুরুত্ব দেওয়া হয় না যা হাদীসের প্রতি করা হয়ে থাকে। এখন কুরআন করীম

নাম অস্ত্র ধারণ করলে তবেই বিজয়। এই জ্যোতির সম্মুখে কোন অমানিশা দাঁড়াতে পারবে না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৬)

এক ব্যক্তি নিবেদন করল যে, হুযুর! আমার জন্য দোয়া করুন যাতে আমি কুরআন করীম ঠিক মত শরীফ উচ্চারণ করতে পারি। আমার জিহ্বের জড়তার কারণে ঠিকমত কুরআন উচ্চারণ করতে পারি না, জিহ্বা আটকে যায়। দোয়া করুন যেন আমার জিহ্বার জড়তা দূর হয়।

হুযুর বলেন, "তুমি ধৈর্যসহকারে কুরআন শরীফ পাঠ কর, আল্লাহ্ তা'লা তোমার জিহ্বার জড়তা দূর করবেন। কুরআন শরীফের মধ্যে এটি একটি কল্যাণ রয়েছে। এর দ্বারা মানুষের বুদ্ধি খোলামেলা হয় আর জিহ্বার জড়তা কাটে। চিকিৎসকরাও প্রায়শই এটিকে এই রোগের উপাচার বলে থাকেন।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৫)

হুযুর (আ.) কে যারা কাছে থেকে দেখেছেন এবং তাঁর সঙ্গে যাদের ওঠাবসা ছিল তারা এই বিষয়ের সাক্ষী আছেন যে, তিনি কুরআন করীমকে ভীষণভাবে ভালবাসতেন আর কুরআন অধ্যায়নের প্রতি তাঁর ভীষণ আগ্রহ ছিল। কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি যা থেকে তাঁর কুরআন প্রতি গভীর ভালবাসা অনুমান করা যায়।

"গুরদাসপুর জেলার মির্যা দ্বীন মহম্মদ সাহেব, সাকিন লঙ্গর ওয়াল পত্র মাধ্যমে আমাকে জানান যে, আমি শৈশব থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে দেখে এসেছি আর সর্বপ্রথম আমি তাঁকে দেখেছিলাম মির্যা গোলাম মুরতুজা সাহেবের জীবদ্দশায়, যখন তিনি নিতান্ত বালক ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল প্রতিদিন রাত্রে এশার পর শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়তেন আর রাত্রি একটার দিকে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়িয়ে পড়তেন। অতঃপর তাহাজ্জুদ পড়ে কুরআন করীমের তিলাওয়াত করতেন। সকালে আযান হলে বাড়িতে সুন্নত পড়ে মসজিদে যেতেন আর সেখানে বা-জামাত নামায পড়তেন।"

(সীরাতুল মাহদী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫১৩-৫১৪)

অনুরূপভাবে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, "আমার পিতা তিনটি পুস্তক অনেক বেশি পড়তেন। কুরআন মজীদ, মসনবী রাওমী এবং 'দালায়েলুল খায়রাত'। এছাড়া এগুলি থেকে কিছু নোটও লিখতেন এবং কুরআন শরীফ খুব বেশি করে পড়তেন।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দাবির পূর্বে কর্মসূত্রে সিয়ালকোটে অবস্থান করতেন। সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে মৌলবী মীর হাসান সাহেব সিয়ালকোটী বলেন-

"হযরত মির্যা সাহেব প্রথমে কাশ্মীরিয়াঁ মহল্লায় উমরা নামে এক কাশ্মীরির ভাড়াবাড়িতে থাকতেন যেটি আমার গৃহসংলগ্ন ছিল। কাছারি থেকে ফিরে এসে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। বসে, দাঁড়িয়ে, চলতে চলতে তিলাওয়াত করতেন আর অঝোরে কাঁদতেন। এমন কেঁদে কেঁদে তেলাওয়াত করতেন যার তুলনা পাওয়া যায় না।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ:: ২৫২)

অনুরূপভাবে হযরত মুনশীর জাফর আহমদ সাহেব কপুর থলবী বর্ণনা করেন-

'মুন্সী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব এক সময় বাটালার তহসীলদার ছিলেন। মুন্সী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব বাটালা থেকে প্রায়শই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পিতা হযরত মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। তিনি বর্ণনা করেন যে,তখন হযরত সাহেবের বয়স চৌদ্দ পনের বছর হবে। আরও বলেন যে, সেই বয়সেই হযরত সাহেব সারা দিন ধরে কুরআন কুরআন শরীফ পাঠ করতে থাকতেন। এবং নীচে নোট লিখতে থাকতেন। মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেব প্রায়শই হযরত সাহেব সম্পর্কে বলতেন যে, আমার এই সন্তানটি কারোর সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখে না। সারাদিন মসজিদে পড়ে থাকে। কোরআন শরীফ পাঠ করতে থাকে। মুন্সী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব প্রায়শই কাদিয়ানে আসতেন। তাঁর বর্ণনা ছিল যে, আমি হযরত সাহেবকে সর্বদা কোরআন পাঠ করতে দেখেছি।"

(সীরাতুল মাহদী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬)

মিঞা ফখরুদ্দীন সাহেব মুলতানি বর্ণনা করেন যে, যখন ১৯০৭ সালে বিবি সাহেব (উম্মুল মোমেনীন রাযিআল্লাহু আনহা) লাহোরে গিয়েছিলেন, তার ফেরত আসার সংবাদ পাওয়ার পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁকে নিতে বাটালা গিয়েছিলেন। হযরত সাহেব পালকিতে বসেছিলেন। যেটা আটদশজন বেয়ারা পালাক্রমে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কাদিয়ান থেকে বের হয়েই হযরত সাহেব কোরআন শরীফ খুলে তাঁর সম্মুকে রাখেন আর সূরা ফাতিহার তেলাওয়াত শুরু করে দেন। আমি গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি যে বাটালা অবধি হযরত সাহেব সূরা ফাতেহাই পাঠ করতে থাকেন। দ্বিতীয় পৃষ্ঠা আর ওল্টান নি। পথিমধ্যে একবার নহরের নিকট নেমে হযরত সাহেব পেশাব করেছেন ও পুনরায় ওযু করে আবার পালকিতে গিয়ে বসেছেন। অতঃপর আবারও সূরা ফাতিহা পাঠে নিমগ্ন হয়ে পড়েছেন।" (সীরাতুল মাহদী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৫)

হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন-

"আসি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে একবারই ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখেছি। আর তা এমনভাবে যে একবার তিনি (আ.) খুদ্দামদের সাথে ভ্রমণের জন্য বের হচ্ছিলেন। সে সময় হাজী হাবিবুর রহমান সাহেব হাজিপুরবাদীদের জামাতা কাদিয়ানে অবস্থান করেন। কোন ব্যক্তি হযরত সাহেবকে নিবেদন করে যে, হুযুর ইনি খুব ভাল তিলাওয়াত করেন। হযরত সাহেব সেখানেই রাস্তার এক পাশে বসে পড়েন। আর বলেন, কিছুটা কুরআন পাঠ করে শোনাও। সেই মত সে কুরআন করীম পাঠ করতে থাকে। তখন আমি লক্ষ্য করি যে তাঁর (আ.) দু চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল। "

(সীরাতুল মাহদী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৪)

এই কয়েকটি ঘটনা যা আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরেছি। এগুলি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কোরআন প্রেমিক হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি নিজেই শুধু কুরআন মজীদকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং দিন রাত এর তেলাওয়াতে নিমগ্ন থাকতেন তা নয়, বরং অন্যদেরকেও, বিশেষ করে তাঁর মান্যকারীদেরকে কোরআন মজীদের প্রতি অসীম ভালবাসা ও একে বার বার পাঠ করার এবং এর অনুশাসনগুলিকে মান্য করার উপদেশ প্রদান করতে থাকতেন।

তিনি কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেন-

আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হয়েছি, আর যদি লোকেরা মনে করে তবে সাক্ষ্য দিতে পারি যে আমি পার্থিব কখনও নিমগ্ন হই নি। বরং ধর্মীয় কাজে সর্বদা আমার আগ্রহ থেকেছে। আমি এই কালাম কে যার নাম কুরআন অসাধারণ পবিত্র ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ পেয়েছি। এটি কোনও মানুষকে খোদার আসনে বসায় না আর আত্মা ও শরীরকে সৃষ্টির বাইরে রেখে তাঁর নিন্দাও করে না। আর সেই কল্যাণ যার কারণে ধর্মকে গ্রহণ করা হয় এই বাণী মানব হৃদয়ে তা প্রবিষ্ট করে তাকে সেই কল্যাণের অধিকারী করে তোলে। তাই আলোক লাভের পরে পুনরায় আঁধারের দিকে আমরা কি করে যেতে পারি আর চাক্ষুষমান হয়েও কি করে অন্ধ সাজতে পারি?"

(সনাতন ধর্ম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৪৭৪)

কুরআন করীমের সম্মানের প্রসঙ্গে বলতে হয় যে এক্ষেত্রে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর কেউ সমকক্ষ নেই। তিনি কুরআন মজীদের এতটাই সম্মান করতেন যে কুরআন করমের অসম্মান করাকে এক মুহূর্তের জন্য বরদাস্ত করতে পারতেন না। এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ. (রা.) বর্ণনা করেন-

"আমার মা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার তোমাদের ভাই মোবারক আহমদ মরহুম দ্বারা বাল্যকালে অসাবধনাতাবশত কুরআন করীমের অবমাননা হয়ে যায়। এর কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এতটাই রাগান্বিত হন যে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে ওঠে। আর ক্রোধের বশে মোবারক আহমদের কাঁধে চপটাঘাত করেন যাতে তার কোমল শরীরে আঙুলের ছাপ বসে যায়। আর ক্রোধান্বিত অবস্থায় বলেন, একে এখন আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও। (হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন) মুবারক আহমদ মরহুম আমাদের ভাইদের মধ্যে কনিষ্টতম ছিল এবং হযরত সাহেবের জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করেছিল। হযরত সাহেব তাকে ভীষণ ভালবাসতেন। তার মৃত্যুর পর যে কবিতা তার সমাধি-ফলকে খোদাই করার জন্য তিনি লিখেছিলেন তা একটি পঙক্তি হল-

জিগর কা টুকরা মুবারক আহমদ জো পাক শকল অওর পাক খু থা/ ওহ আজ হামসে জুদা হুয়া হ্যায় হামারে দিল কো হার্যী বানা কর।'

মোবারক আহমদ খুবই উন্নত চারিত্রের শিশু ছিল। আর মৃত্যুর সময় তার বয়স আট বছরের কিছু বেশি ছিল। অথচ কুরআন করীমের সামান্য অবমাননায় হযরত সাহেব তার সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করেন।"

(সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০১-৩০২)

এগুলি সেই সমস্ত ঘটনা যার মাধ্যমে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর কুরান মজীদের প্রতি যে অনুরাগ, পাঠের প্রতি আগ্রহ, কুরআন মজীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এর প্রতি যে আবেগ তাঁর হৃদয়ে পরিপূর্ণ ছিল তা বোঝা যায়। তিনি জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন-

"তোমাদের জন্য আর একটি জরুরী শিক্ষা এই যে, কুরআন শরীফকে পরিত্যক্ত জিনিষের মত ফেলিয়া রাখিও না কারণ ইহাতেই তোমাদের জীবন নিহিত রহিয়াছে। যাহারা কুরআনকে সম্মান দান করিবে তাহারা আকাশে সম্মান লাভ করিবে। যাহারা প্রত্যেক হাদীস ও উক্তির উপর কুরআনকে প্রাধান্য দান করিবে, আকাশে তাহাদিগকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতীত কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং সকল আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভিন্ন কোন রসূল ও শাফী (সুপারিশকারী) নাই। অতএব, তোমরা সেই মহাগৌরবসম্পন্ন ও প্রতাপশালী নবীর সহিত সত্যিকার প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে পার।"

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন- খণ্ড-১৯, পৃ: ১৩)

সৈয়্যদানা হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিটির আলোকে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন-

"অতএব, আমাদের প্রত্যেকের আত্ম বিশ্লেষণ করা উচিত যে, সে পবিত্র কুরআনে কতটা ভালবাসে, এর বিধিনিষেধ কতটা মেনে চলে আর এর শিক্ষা অনুসরনের চেষ্টা করে। ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা প্রত্যেক আহমদীকে নিজের জন্য অনিবার্য করে নেওয়া উচিত, তা হল বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিত অন্ত দুই-তিন রুকু অবশ্যই তিলাওয়াত করা, পরবর্তী ধাপে অনুবাদ পাঠ করা আর প্রতিদিন তিলাওয়াত করার সাথে যদি অনুবাদ পাঠ করা হয়, তাহলে এই সৌন্দর্যময় শিক্ষা ধীরে ধীরে অবচেতনেই মস্তিষ্কের মধ্যে গেঁথে যেতে শুরু করে।"

(শারায়াতে বয়আত অউর হামারী জিম্মেদারিয়াঁ, পৃ: ১২-১৩)

দোয়া করি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে কোরআন করীমকে অত্যাধিক ভালবাসার এবং দিনরাত এর তেলাওয়াত করার এবং বিধিনিষেধ গুলি শিরোধার্য করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

১১ পাতার শেষাংশ....

উপরে উন্নতি প্রদান করিব। এমনকি বাদশাহরাও তোমার বস্ত্র থেকে বরকত অন্বেষণ করবেন। হে যারা শুনতে পাও- তারা শুনে রাখ এব১২ পাতার পররাখ আর এই কথাগুলিকে অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী গুলিকে নিজেদের বাক্সের মধ্যে হিফাযতের সঙ্গে রেখে দাও। কেননা, এটা খোদাতা'লার কথা যেটা একদিন অবশ্যই পূর্ণ হবে।

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রুহানী খাজাইন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪০৮-৪১০)

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন :

হে- মানব মণ্ডলী! তোমরা শুনে রাখ যে, এটা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যিনি আকাশ ও পৃথিবী তৈরী করেছেন। আর সেই খোদা এই জামাতকে সমস্ত দেশে পৌছে দিবেন আর দলিল ও প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে সকলের উপর এই জামাতের বিজয় দান করবেন। আর সেই দিন অতি সন্নিকটে যেদিন পৃথিবীতে শুধুমাত্র একটিই ধর্ম হবে, যাকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ রাখা হবে। খোদাতা'লা এই জামাতের উপরে অভূতপূর্ব কল্যাণ দান করবেন, আর সেই সমস্ত লোকেরা অসফল হবে যারা এই জামাতকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে। আর এই বিজয় চিরকালের জন্য হবে, অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত।"

(তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাঈন, রুহানী খাজাইন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৬-৬৭)

ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ-লামিন।

****

মহাশক্তিশালী খোদা তা'লা যথাসময়ে যে খিদমতের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করেছেন এবং যে উদ্দেশ্যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যদি একদিক থেকে সূর্য আর অপর দিক থেকে পৃথিবী পরস্পর মিলে আমাকে পিষে ফেলতে চায়, তথাপি সে কাজে অলসতা করা আমার জন্য কখনই সম্ভব নয়। মানুষ কি? একটি কীট মাত্র। মানুষ কি? একটি মাংসপিণ্ড মাত্র। অতএব আমি সেই চিরঞ্জীব-জীবনদাতা এবং চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতার আদেশকে একটি কীট বা মাংস পিণ্ডের জন্য কিরূপে অমান্য করতে পারি? যেরূপে খোদা তা'লা পূর্বের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ এবং মিথ্যাবাদীদের মধ্যে পরিশেষে সিদ্ধান্ত করে দিয়েছেন, অনুরূপে বর্তমানেও সিদ্ধান্ত করে দিবেন। খোদার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের আগমণের জন্যও একটি সময় নির্ধারিত হয়ে থাকে আর অনুরূপে প্রত্যাগমণের জন্যও। অতএব, নিশ্চয় জেনে রেখ! আমার আগমণ অসময়ে হয় নি আর আমি আমার প্রস্থানও অসময়ে হবে না। খোদার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। আমাকে ধ্বংস করা তোমাদের কাজ নয়।"

(তোহফা গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা: ৪৯)

বিরুদ্ধবাদীরা বৃথা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছে।

"বিরুদ্ধবাদীরা শুধুমাত্র নিজেকে ধ্বংস করছে। আমি সেই চারা নই যা তাদের হাত দ্বারা উৎপাটিত হব। যদি তাদের পূর্বের ও পশ্চাতের এবং তাদের জীবিত ও মৃত সবাই একত্রিত হয়ে আমার মৃত্যুর জন্য দোয়া করে তাহলে খোদা সেই সমস্ত দোয়া সমূহকে অভিশাপরূপে তাদেরই দিকে ফিরিয়ে দিবেন। শতশত জ্ঞানী মানুষ তোমাদের জামাত থেকে বেরিয়ে এসে আমার জামাতে মিলিত হচ্ছে। অন্তরে এক ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এবং ফেরেস্তারা পবিত্র লোকদের টেনে একদিকে করে দিচ্ছেন। মানুষ কি আর এই ঐশী কার্যকলাপকে থামিয়ে রাখতে পারে? শক্তি থাকলে থামাও। নবীদের বিরুদ্ধে যত কিছু ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা হয়ে এসেছে সেগুলি সব প্রয়োগ কর এবং চেষ্টায় কোন ত্রুটি রেখ না। নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দেখ। এত বদদোয়া কর যেন মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে যাও, তারপর দেখ যে তোমরা কি ক্ষতি করতে পার। ঐশী নিদর্শন বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষিত হচ্ছে, কিন্তু হতভাগা মানুষ দূরে থেকে আপত্তি করে। যে সমস্ত হৃদয়ে মোহর রয়েছে তাদের আমি কি চিকিৎসা করব। হে খোদা! তুমি এই জাতির প্রতি করুণা প্রদর্শন কর। আমীন।"

(আরবাঈন নম্বর ৪, রূহানী খাযায়েন ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৭২)

তিনি আরও বলেন-

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একাধিক স্থানে একথার উল্লেখ করেছেন যে, যে কেউই মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর মিথ্যাবাদী বা সত্যবাদী হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছে খোদা তা'লা নির্দিধায় তার প্রাণ হরণ করেছেন। সত্যবাদীর বিরুদ্ধে হাজার হাজার প্রাণের জন্যও খোদা তা'লা কোন পরোয়া করেন না। শত শত বিরুদ্ধবাদী তাঁর বিরোধিতা করে, মোবাহালা করে এবং তার মৃত্যুর জন্য বদদোয়া চেয়ে নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে। যদি কেউ বদদোয়ার মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা বা মিথ্যা হওয়ার বিষয়টি যাচাই করতে চায় তবে সেই পথও খোলা রয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর একটি ঈমান উদ্দীপক লেখনী উপস্থাপন করা হল।

'আপনারা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেন, তবে আপনাদের অধিকার রয়েছে আপনারা মসজিদে একত্রিত হয়ে বা আলাদাভাবে আমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করুন, আমার বিনাশ কামনা করুন। আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তবে আপনাদের দোয়াসমূহ অবশ্যই গৃহীত হবে আর আপনারা সব সময় দোয়া করেও থাকেন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! আপনারা যদি এত দোয়া করেন যে, জিহ্বায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়, রোদন করতে করতে সিজদায় নাক ক্ষয় হয়ে যায়, চোখের পানিতে চোখের পলক ও কেশগুলি ঝরে পড়ে, কেঁদে কেঁদে দৃষ্টি হারিয়ে যায় এবং পরিশেষে মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে গিয়ে মৃগীর ব্যাধি দেখা দেয়, তবুও সেই দোয়া গৃহীত হবে না, কেননা, আমি খোদার পক্ষ থেকে এসেছি। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করবে সেই বদদোয়া তার বিরুদ্ধেই ফিরে যাবে। যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে একথা বলে যে, তার উপর অভিসম্পাত হোক, সেই অভিসম্পাত তারই উপর বর্তায়, কিন্তু এবিষয়ে সে অজ্ঞ থাকে। আর যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে এই দোয়া করে যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে প্রথমে মারা যাবে, তার ফলাফল সেটিই হবে যা মৌলবী গোলাম দাস্তগীর কসুরী প্রত্যক্ষ করেছে।

(আরবাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা: ৪৭১)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Mobile: +91 9 679 481 821
E-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian

Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA

Vol. 7 Thursday 10-17 - March - 2022 Issue. 10-11

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mobile : +91 99153 79255
e -mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL: Rs.575/-

আমার খোদা একদিনের তরেও আমার থেকে পৃথক হন নি। তিনি স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এক জগতকে আমার দিকে আনত করেছেন। আমি দীনহীন ছিলাম, তিনি আমাকে রাশি রাশি অর্থ প্রদান করেছেন। আর্থিক বিজয়ের বহু পূর্বেই আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি আমাকে প্রত্যেক মোবাহালায় জয়ী করেছেন এবং আমার শত শত দোয়া কবুল করেছেন। তিনি আমাকে এমন অপার আশিসরাজি দান করেছেন যা আমি গণনা করতে পারি না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমি সত্য সত্য বলছি, যখন ইলহামের ধারা আরম্ভ হয় সেই যুগে আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হয়েছি। আমার বয়স সত্তর ছুঁই ছুঁই আর সেই যুগ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আমার খোদা একদিনের তরেও আমার থেকে পৃথক হন নি। তিনি স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এক জগতকে আমার দিকে আনত করেছেন। আমি দীনহীন ছিলাম, তিনি আমাকে রাশি রাশি অর্থ প্রদান করেছেন। এবং আর্থিক বিজয়ের বহু পূর্বেই আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি আমাকে প্রত্যেক মোবাহালায় জয়ী করেছেন, আমার শত শত দোয়া কবুল করেছেন। তিনি আমাকে এমন অপার আশিসরাজি দান করেছেন যা আমি গণনা করতে পারি না। অতএব, এটি কি সম্ভব যে খোদা তা'লা এক ব্যক্তির উপর এতটা অনুগ্রহ করবেন, একথা জেনেও যে সে তাঁর নামে মিথ্যা রচনা করে? আর আমার বিরুদ্ধবাদীদের মতে আমি ত্রিশ বছর ধরে খোদার নামে মিথ্যা রচনা করে আসছি। প্রতি রাত্রিতে নিজের পক্ষ থেকে একটি বাক্য তৈরী করে নিই আর সকালে সেটিকে খোদার বাণী বলে চালিয়ে দিই। অথচ এর প্রতিদানে খোদা তা'লা আমার সঙ্গে যে আচরণ করেছেন তা এই যে, যারা নিজেদের ধারণায় মোমেন বলে পরিচয় দেয়, তাদের উপর তিনি আমাকেই জয়যুক্ত করেন আর মোবাহালার সময় তাদেরকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধ্বংস করে দেন অথবা অপদস্থ করেন। আর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তিনি এক জগতকে আমার দিকে আকৃষ্ট করছেন। তিনি আমার সপক্ষে শত সহস্র নিদর্শন প্রকাশ করেন আর প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিপদের সময় আমার সাহায্য করেন। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিতে কেউ সত্যবাদী না হয়, এমন সাহায্য তিনি কখনও করেন না আর তার জন্য এমন নিদর্শনও প্রকাশ করেন না। (হাকীকাতুল ওহী, পরিশিষ্টাংশ, রূহানী খাযায়েন খণ্ড-২২, পৃ: ৪৬১)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir

প্রকাশনায়-জামিল আহমেদ নাসের ও মুদ্রণে ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান। প্রো:- তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

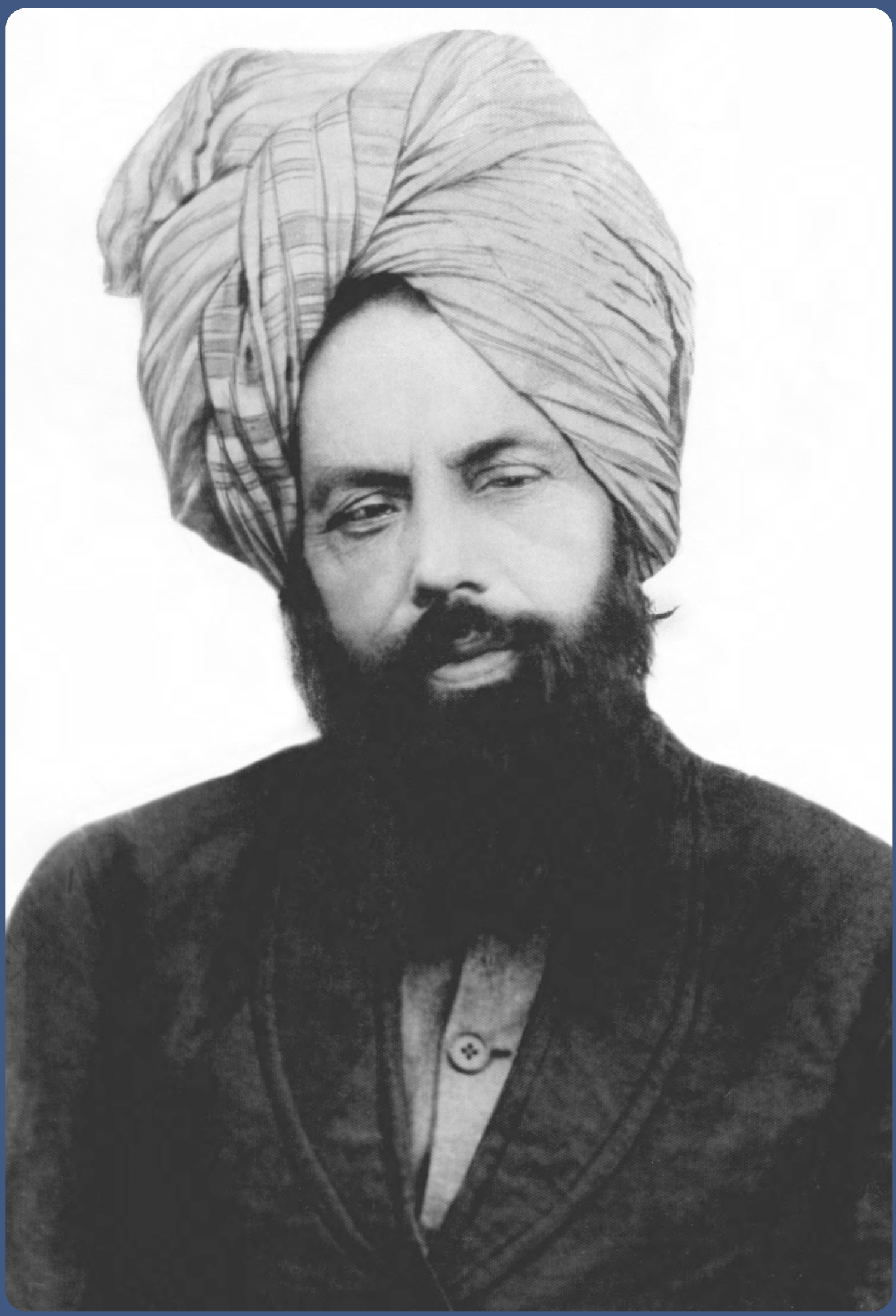

হযরত মির্যা গুলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী

মসীহ মওউদ ও মাহদী আলাইহিস সালাম (১৮৩৫-১৯০৮ খৃষ্টাব্দ)